রাঁচি, সোমবার
15:01:2024
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>097 >> 29 Poush 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৯৭ >> << ২৯শে, পৌষ ১৪৩০>>

দুর্ঘটনা এড়াতে দিল্লির পর কলকাতায় চালু হচ্ছে চালকবিহীন মেট্রো পরিষেবা

কলকাতা ঃ ভারতের রাজধানী দিল্লিতে প্রথম চালু হয়েছিল চালকবিহীন মেট্রো পরিষেবা। এবার পশ্চিমবঙ্গে কলকাতাতেও চালু হতে চলেছে চালকবিহীন মেট্রো পরিষেবা। অটোম্যাটিক ট্রেন অপারেশন (এটিও) প্রযুক্তির সাহায্যে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ প্রায় শেষের পর্বে। কলকাতা মেট্রো রেল সূত্রে খবর, প্রযুক্তি নির্ভর এই মেট্রো চলাচল ব্যবস্থা শুরুর দিন শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। চালক ছাড়াই কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত, হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাবে মেট্রো রেল। এই যাত্রাপথে সফলতা এলে আগামী দিনে নিউ গড়িয়া-এয়ারপোর্ট এবং জোকা মেট্রো রুটেও চালকবিহীন মেট্রো পরিষেবা চালু করা হবে। মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের মতে, 'হিউম্যান এরর' এড়াতেই এই পদক্ষেপ। এর ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও প্রায় থাকবে না বলেই জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষর। মেট্রো সূত্রে জানা গেছে, চালকের ভুলে অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ মেট্রো যাত্রা হয়েছে। চালক ভুলবশত বাম দিকের পরিবর্তে ডান দিকের বোতামে হাত দিয়ে দিলে যান্ত্রিক গোলোযোগের সম্ভবনা থাকে। চালকের ভুলে অনেক সময় দরজা বন্ধ না হয়েই চলেছে মেট্রো। প্রযুক্তি নির্ভর চালকবিহীন নতুন মেট্রো পরিষেবাতে এই ধরনের ভুল হওয়ার সম্ভবনা নেই।

বাজার দর

SENSEX : 72568.45 +847.27
NIFTY : 21894.55 +247.35

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
23.00 °c	08.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.23 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06.32 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

বিজয় অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করলেন নেতানিয়াহু

তেল আভিভ ঃ গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে ইসরাইলের চলমান যুদ্ধের ১০০তম দিনের প্রাক্কালে, শনিবার দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। হামাস ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে ৭ অক্টোবর হামলা চালালে, এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। দিনটি ছিলো দেশটির ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর দিন। এখন পর্যন্ত এই যুদ্ধে, ইসরাইলে ১ হাজার ২০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। আর, গাজা ভূখণ্ডে নিহত হয়েছেন ২৪ হাজারের বেশি মানুষ যা গাজার মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশের চেয়ে বেশি। নেতানিয়াহু দৃঢ় কন্ঠে বলছেন, ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরাইল গণহত্যা চালাচ্ছে, এমন অভিযোগ সত্ত্বেও ইসরাইল পিছপা হবে না। তিনি বলেন, কেউ আমাদেরকে থামাতে পারবে না, হেগ, কোনো অশুভ শক্তি, কেউই নয়। অশুভ শক্তি বলতে তিনি হামাস, ইরান সমর্থিত হেজবুল্লাহ বাহিনী ও হুথি বিদ্রোহীদের কথা উল্লেখ করেছেন। হেজবুল্লাহ বাহিনী লেবানন থেকে ইসরাইলের ভূমিতে গোলা বর্ষণ করছে আর, হুতি মিলিশিয়া বাহিনী, হামাসের সমর্থনে লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালাচ্ছে। হেগ শহরে, আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে (আইসিজে) দুই দিনের শুনানি শেষে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এই বক্তব্য দেন। দক্ষিণ আফ্রিকা এই আদালতে ইসরাইলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এনে মামলা করেছে। ইসরাইল এসব অভিযোগকে অপমানজনক ও কপটতা হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইসরাইল বলছে, এখন যুদ্ধ বন্ধ করলে তা হবে হামাসের বিজয়ের সমতুল্য। উল্লেখ্য, হামাসকে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ আরো অনেক দেশ ও সংস্থা সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করে। এই সংগঠনটি ২০০7 থেকে গাজা শাসন করছে আর, ইসরাইলকে ধ্বংসের জন্য তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আইসিজের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী রায় আসার কথা রয়েছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলো রায় মেনে নিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। তবে, এই আদালতের রায় বাস্তবায়ন করা একটা জটিল বিষয়। নেতানিয়াহু পরিষ্কার করে বলেছেন, যুদ্ধ বন্ধের যেকোনো নির্দেশকে উপেক্ষা করবে ইসরাইল।

জঙ্গিহামলা বৃদ্ধির ফলে তালিবানের প্রতি সমর্থন নিয়ে পুনর্বিবেচনা পাকিস্তানের

খাইবার পাখতুনখোয়া ঃ পাকিস্তানের কর্মকর্তারা সতর্ক করেছেন, লাগাতার আন্তঃসীমান্ত জঙ্গি হানা আফগানিস্তানের তালিবানের সঙ্গে তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে পরীক্ষার মুখে ফেলছে এবং শেষ অবধি কাবুলের শাসকদের প্রতি সমর্থন কমানোর ব্যাপারে ইসলামাবাদকে বাধ্য করতে পারে।

আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের ২৬০০ কিলোমিটার বিস্তৃত সীমান্তে রয়েছে খাইবার পাখতুনখোয়া ও বেলুচিস্তান প্রদেশ। ২০২১ সালের আগস্টে কাবুলে তালিবান ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে প্রায় প্রতিদিন ঐ অঞ্চলে হামলা চালানো হয়। এই সব হামলায় নিহত হয়েছে পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর শত শত সৈন্য ও বেসামরিক নাগরিক।

এই সহিংসতার অধিকাংশই চালিয়েছে বা এর দায় স্বীকার করেছে নিষিদ্ধ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান বা টিটিপি। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে এই গোষ্ঠীটি তালিকাভুক্ত। তালিবান কর্তৃপক্ষের সমর্থনে এই গোষ্ঠী আফগান অভয়ারণ্য থেকে কাজ করছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

দুই দেশ এই সমস্যা নিয়ে সম্প্রতি বারবার আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেছে। তাদের সর্বসাম্প্রতিক বৈঠক হয়েছে জানুয়ারির শুরুতে। কিন্তু কোনও পক্ষই সমাধানসূত্রের খবর দেয়নি। টিটিপির নেতৃত্বাধীন উগ্রবাদী সহিংসতা হ্রাসের বিষয়ে কোনও কূটনৈতিক উদ্যোগ উঠে আসেনি।

এই বিষয়ে জনসমক্ষে মন্তব্য করার অনুমতি না থাকায় নাম প্রকাশ না করে পাকিস্তানের এক জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক ভিওএকে বলেন, দ্রুত ফলাফল প্রত্যাশা করবেন না এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে অনেক ত্রুটি রয়েছে। তবে অবিরত কথোকথন প্রক্রিয়াটিকে সবল করতে সাহায্য করতে পারে।

তিনি সতর্ক করেছেন, সহিংসতা বৃদ্ধি পেলে ইতোমধ্যে দুই দেশের সমস্যা সঙ্কুল সম্পর্কে মারাত্মক আঘাত হানতে পারে।

এই কর্মকর্তা আরও সতর্ক করেছেন, এটা নিশ্চিতভাবেই এমন একটা সন্ধিক্ষণে নিয়ে যেতে পারে যখন তালিবানের প্রতি সমর্থন বজায় রাখার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার ভেবে দেখতে পারে পাকিস্তানের সরকার।

পাকিস্তানের ধর্মীয় দলের বিশিষ্ট নেতা মৌলানা ফজলুর রেহমান এই সপ্তাহে আফগানিস্তানে সফর করেছিলেন এবং সেখানকার প্রশাসনিক নেতাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছেন। দুই দেশের অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে টিটিপি নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন বলে জানা গেছে।

একাধিক সূত্র ভিওএকে নিশ্চিত করেছে যে, তালিবানের সর্বোচ্চ নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন রেহমান কান্দাহারের দক্ষিণাঞ্চলে হিবাতুল্লাহর সদর দফতরে। তবে, কথিত এই সাক্ষাৎ নিয়ে কোনও পক্ষই মন্তব্য করেনি।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মুমতাজ জাহরা বালোচ বৃহস্পতিবার ইসলামাবাদে সংবাদদাতাদের বলেন, টিটিপির সঙ্গে শান্তিবৈঠকে যোগ দেওয়ার কোনও অভিপ্রায় নেই তাঁর সরকারের।

ট্রাম্পকে নিউইয়র্ক টাইমস ও তিন রিপোর্টারকে জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

নিউ ইয়র্ক ঃ প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকে শুক্রবার তার পরিবারের সম্পদ এবং ট্যাক্স বিষয়ে পুলিৎজার পুরস্কার-বিজয়ী ২০১৮সালের প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে মামলায় পরাস্ত হবার পরে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং তিনজন অনুসন্ধানী সাংবাদিককে প্রায় ৪ লক্ষ ডলার জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সংবাদপত্রটি এবং সংবাদদাতা সুজান ক্রেগ, ডেভিড বারস্টো ও রাসেল বুয়েটনারকে মে মাসে মামলা থেকে খালাস দেয়া হয়েছিল। ট্রাম্পের দূরসম্পর্কের ভাইঝি, মেরি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের দাবি যে তিনি সাংবাদিকদেরকে ট্যাক্স রেকর্ড দিয়ে একটি পূর্ববর্তী নিষ্পত্তি চুক্তি লঙ্ঘন করেছেন যা এখনও মুলতুবি রয়েছে। নিউইয়র্কের বিচারক রবার্ট রিড বলেছেন যে মামলার সমস্যাগুলির জটিলতা এবং অন্যান্য কারণের জন্য , এটি যুক্তিসঙ্গত ছিল যে ডনাল্ড ট্রাম্পকে দ্য টাইমস এবং সাংবাদিকদের আইনজীবীদের আইনী ফি হিসাবে মোট ৩ লক্ষ ৯২ হাজার ৬৩৮ ডলার দিতে বাধ্য করা উচিৎ। দ্য টাইমসের মুখপাত্র ড্যানিয়েল রোডস হা নিউ ইয়র্কের একটি আইন SLAPP এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন আজকের সিদ্ধান্তটি দেখায় যে রাষ্ট্রের নতুন সংশোধিত SLAPP বিরোধী আইন প্রেসের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটি জোরালো শক্তি হতে পারে। এ আইন সমালোচকদের নীরব করার জন্য পরিকল্পিত ভিত্তিহীন মামলাগুলিকে বাধা দেয়। এই ধরনের মামলাগুলি SLAPPs বা জনগণের অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে কৌশলগত মামলা হিসাবে পরিচিত। রোডস হা আরো বলেন, আদালত সাংবাদিকদের চুপ করানোর চেষ্টা করার জন্য যারা বিচার ব্যবস্থার অপব্যবহার করতে চায় তাদের কাছে একটি বার্তা পাঠিয়েছে।

উত্তর কোরিয়া সমুদ্রের দিকে ব্যালিসটিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে, বলছে দক্ষিণ কোরিয়া

সিউল ঃ উত্তর কোরিয়া রবিবার সমুদ্রের দিকে একটি ব্যালিসটিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে। প্রায় এক মাসের মধ্যে এটা উত্তর কোরিয়ার প্রথম ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ প্রতিবেশী দেশগুলো এ কথা জানিয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ বলছেন, রবিবার এই ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের ঘটনাট ঘটেছে। তবে, এই ক্ষেপণাস্ত্র কত দূর পর্যন্ত উড়ে গেছে বা এ বিষয়ে অন্য কোনো বিস্তারিত তথ্য জানাননি তিনি।

জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ও জানিয়েছে, তারা উত্তর কোরিয়ার একটি সম্ভাব্য ব্যালিসটিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার ঘটনা শনাক্ত করেছে। তবে, তারাও অন্য কোনো বিস্তারিত তথ্য জানায়নি।

গত ১৮ ডিসেম্বর উত্তর কোরিয়া, তাদের সবচেয়ে আধুনিক অস্ত্রের অন্যতম, সলিড ফুয়েলে চালিত হোয়াসং-১৮ আন্তমহাদেশীয় ব্যালিসটিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালায়।এর পর, দেশটির পক্ষ থেকে এটাই প্রথম ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের ঘটনা। হোয়াসং-১৮ ক্ষেপণাস্ত্রটির নির্মাণ কৌশল এমন যে, এটি যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানতে সক্ষম।

রবিবারের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের কয়েকদিন আগে, দক্ষিণ কোরীয় সমুদ্রসীমার উত্তেজনপূর্ণ অঞ্চলে এক পশলা কামানের গোলা নিক্ষেপ করে উত্তর কোরিয়া। জবাবে, দক্ষিণ কোরিয়াও বাধ্য হয়ে একই জায়গায় একই ধরনের সামরিক মহড়া পরিচালনা করে।

সাম্প্রতিক দিনগুলোতে উত্তর কোরিয়া তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিস্থিতির মতো উত্তেজনাময় বক্তব্য দিচ্ছে। সপ্তাহের শুরুতে দেশটির নেতা কিম জং উন দক্ষিণ কোরিয়াকে আমাদের প্রধান শত্রু বলে অভিহিত করেন এবং তারা কোনো উসকানি দিলে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে বলে হুমকি দেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খুব সম্ভবত কিম আরো ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়ে এই শত্রুভাবাপন্ন পরিস্থিতির অবনতি ঘটাবেন। এর মধ্য দিয়ে সৃষ্ট অচলাবস্থার মাধ্যমে তিনি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বাড়তি সুবিধা পেতে চেষ্টা চালাবেন। একইসঙ্গে এপ্রিলে অনুরষ্ঠয় দক্ষিণ কোরিয়ার পার্লামেন্ট নির্বাচন ও নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলকেও প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন কিম।

ডিসেম্বরের শেষের দিকে ক্ষমতাসীন দলের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে কিম, তার ভাষায়, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সংঘাতমূলক পদক্ষেপের মোকাবেলায়, তার দেশের পারমাণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডারকে আরো সম্প্রসারিত করার এবং বাড়তি গোয়েন্দা স্যাটেলাইট কক্ষপথে পাঠানোর অঙ্গীকার করেন।

তল্লাশি যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে

ইসরাইলি বসতিতে ৩ ফিলিস্তিনি যুবক নিহত

ইসরাইল (এজেন্সী)ঃ হামাস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে প্রায় ১০০ দিন ধরে চলমান যুদ্ধের অংশ হিসেবে শুক্রবার দিনের শেষে গাজায় হামলা শুরু করে শনিবার সকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত রেখেছে ইসরাইলি বাহিনী।

এএফপি প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে বলছে, শুক্রবার ইসরাইলের গোলা বর্ষণে গাজার দক্ষিণাঞ্চলের শহর খান ইউনিস ও রাফাহ আক্রান্ত হয়েছে। গাজার প্রধান ইন্টারনেট পরিষেবা প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, ইসরাইলি বোমা হামলার ফলে শুক্রবার সবধরনের ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ইসরাইলের সামরিক বাহিনী বলছে, তারা ৩ জঙ্গিকে হত্যা করেছে, যারা শুক্রবার অধিকৃত পশ্চিম তীরের এক ইহুদী বসতিতে হামলা চালিয়েছিল। এক বিবৃতিতে সামরিক বাহিনী বলেছে, জঙ্গিরা হেবরন নগরী থেকে ২০ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত আদোরা বসতিতে ঢুকে পড়ে। সামরিক বাহিনী বলছে, এ এলাকায় তল্লাশি চালানোর সময় সেনারা গুলিবর্ষণের মুখে পড়ে। গাজার হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শুক্রবার জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরাইলি বিমানহামলায় প্রায় ১৫১ জন ফিলিস্তিনি নিহত ও আরও ২৪৮ জন আহত হয়েছেন। এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় জানায়, এই সংঘাত শুরু পর থেকে অন্তত ২৩ হাজার ৭০৮ জন নিহত হয়েছেন, যাদের দুই তৃতীয়াংশই নারী ও শিশু।

৭ অক্টোবর ইসরাইলের দক্ষিণ অংশে জঙ্গি হামলা চালায় হামাস। যোদ্ধারা ১ হাজার ২০০ মানুষকে হত্যা করেন এবং অপর ২৪০ জনকে অপহরণ করেন। এরপর থেকে ইসরাইল ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের তালিকাভুক্ত জঙ্গি সংগঠন হামাসকে নিশ্চিহ্ন করতে স্থল অভিযান শুরু করে এবং ফিলিস্তিনিদের উত্তর গাজা ছেড়ে দক্ষিণে চলে যেতে বলে।যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে । ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। জাতিসংঘ বলছে , ১৯ লাখ মানুষ এখন মধ্য ও দক্ষিণ গাজা উপত্যকার ক্রমশ ছোট হতে থাকা ভূখণ্ডে ভয়াবহ পরিবেশে বসবাস করছেন। সংখ্যাটি গাজার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ শতাংশ। তাদের যথেষ্ট পরিমাণ খাবার, বিশুদ্ধ পানি, চিকিৎসা উপকরণ, এমন কী শৌচারগারও নেই। অপুষ্টির হার বাড়ছে এবং মানবিক সংগঠনগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী ত্রাণ সামগ্রী গাজায় পৌঁছাতে পারছে না।

ভুল ট্রেনে উঠে চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের,শোকের ছায়া পরিবারে

হরিশ্চন্দ্রপুর ঃ ভুল ট্রেনে উঠে চলন্ত অবস্থায় নামতে গিয়ে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের।ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মালদহের কুমেদপুর রেলওয়ে স্টেশনে।মৃত ওই যুবকের নাম সামসাদ আলি(২২)।বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগমারা গ্রামে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,জয়পুর কাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে ছিলেন যুবক।এদিন ওই যুবকের বাবা জাবেদ কাসমী হরিশ্চন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশনে তাকে রাখতে যান। স্টেশনে ট্রেন আসতে দেরি হওয়ায় সে বাড়ি চলে আসেন।ছেলে ভুল করে বালুরঘাট এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠে পড়েন।

কুমেদপুর রেলওয়ে স্টেশনে বুঝতে পারেন সে ভুল ট্রেনে উঠে পড়েছে। ইতিমধ্যে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে।

চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে ঘটে বিপত্তি।ওই ট্রেনের চাকায় ঢুকে শরীর থেকে মাথা আলাদা হয়ে যায়।এই নিয়ে এদিন কুমেদপুর রেলওয়ে স্টেশনে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।রেলওয়ে পুলিশ রাতেই দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।সামসাদ আলম এর বাবা মৌলনা জাবেদ কাসমী জানান,তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে।সামসাদ ছিল বড় ছেলে।রেল সূত্রে জানতে পারেন চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে দুর্ঘটনায় তার ছেলের মৃত্যু হয়েছে।

তোপধ্বনিতে বিদায় রাশিদের, শেষ ঠিকানা উত্তরপ্রদেশ

কলকাতা ঃ কলকাতা তাঁর প্রাণের প্রিয় শহর। দেশ বিদেশ ঘুরেও বাংলাকেই আঁকড়ে ধরে রাখতেন উস্তাদ রাশিদ খান। তাই বাংলার প্রিয় শিল্পীর প্রয়াণে গতকাল থেকেই এ শহর থমথমে। বুধবার রবীন্দ্রসদনে শিল্পীকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে এসে, অনুরাগীরা তাই চোখের জলে ভাসল। গান স্যালুটেই শিল্পীর প্রিয় শহর বিদায় জানাল শিল্পীকে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতমহলের বিশিষ্টরা।

উত্তরপ্রদেশে বদায়ুঁতে জন্ম উস্তাদ রাশিদ খানের। রাশিদ খানের ঘরানা ছিল রামপুর সাসওয়ান। তাই জন্মভিটেতেই সমাধিস্থ করা হবে তাঁকে। সেই কারণেই বুধবারই শিল্পীর শবদেহ রাতের বিমানে নিয়ে যাওয়া হবে উত্তরপ্রদেশের বদায়ুঁতে।

সন্দেশখালি যে ঘটনা ঘটেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই আধিকারিকদের জবানবন্দি

বসিরহাট ঃ ডি এস পি বসিরহাট সানন্দা গোস্বামী সিজিও কমপ্লেক্সের ইডি দফতরে আসেন দুজন কনস্টেবল একজন ক্যামেরা পার্সেন্ট কে নিয়ে সূত্রের খবর সন্দেশখালি যে ঘটনা ঘটেছিল তার পরিপ্রেক্ষিতেই আধিকারিকদের জবানবন্দি করতে আসেন এবং সেদিনকে এ ঘটনা কি হয়েছিল তার জন্য আসেন এবং সেদিন ঢজ্ট্রজ্ঞ থানায় এটি কমপ্লেন জারি করেন তার পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু দেখা গেছিল যে ডিজি করা পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেন এবং সেই কারণেই সূত্রের মতে ডিএসপি সানন্দা গোস্বামী সিজিও কমপ্লেক্সে আসেন ইডি আধিকারিকদের জবানবন্দি করতে

Dsp aaro bolen, এর আগে তিনবার নোটিশ করা হয়েছিল। উনি হাজির হননি। এর আগেও আমরা একবার এসেছিলাম। তখনও বয়ান রেকর্ড হয়নি। আজ উনি অফিসে থাকাসত্তেও, বয়ান রেকর্ড করা হলো না। অভিযোগকারীর বয়ান রেকর্ড করতে এসেছিলাম। কিন্তু আজকেও ওনার বয়ান রেকর্ড করা যায়নি। অন্য কাজে ব্যস্ত রয়েছেন বলে আমরা বয়ান রেকর্ড করা গেলো না। যিনি কমপ্লেইন করেছিলেন ইডি ডেপুটি ডিরেক্টর তার সাথে যোগাযোগ করার সম্ভব হয়নি আজও এমনটাই জানালেন বসিরহাট থানার ডিএসপি সানন্দা গোস্বামী

বার্কিং ডিয়ারের মাথার খুলি ও শিং সহ গ্রেফতার ২, জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হল

শিলিগুড়ি ঃ মাথার খুলি সহ দুটি বার্কিং হরিণের শিং উদ্ধার করল আমবাড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা। ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় আমবাড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার আলমগীর হক সহ অন্যান্য বনকর্মীরা ক্রেতা সেজে অভিযানে নামেন। রাজগঞ্জের ফাটাপুকুর এলাকা থেকে দুটি বার্কিং হরিণের শিং সহ তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। পাচারে ব্যবহৃত একটি স্কুটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যদিও তদন্তের স্বার্থে ধৃতদের নাম প্রকাশ করেনি বনদপ্তর।

জানা গিয়েছে, মাসখানেক আগে ৬টি হরিণের শিং সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছিল আমবাড়ি রেঞ্জের বনকর্মীরা। তাদের জেরা করে একটি চক্রের বিষয়ে জানতে পারে বনদপ্তর।এরপর থেকেই সেই চক্রের ওপর নজরদারি চালাচ্ছিলেন বনকর্মীরা। সেই মতো বুধবার সন্ধ্যায় অভিযানে নামেন বনকর্মীরা।

বনদপ্তর সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়িতে হাতবদল হয়ে নেপাল পাচার হচ্ছিলো মাথার খুলি সহ দুটি বার্কিং হরিণের শিং। ধৃতদের আজ জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে অবস্থান বিক্ষোভ করল কোচবিহার জেলা এসসি ˉ ওবিসি তৃণমূল কংগ্রেস

কোচবিহার ঃ বিভিন্ন দাবীকে সামনে রেখে আজ কোচবিহার সুনীতি রোড ব্রাহ্ম মন্দিরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করল কোচবিহার জেলা এসসি ˉ ওবিসি তৃণমূল কংগ্রেস। এ বিষয়ে এদিন এখানে কোচবিহার জেলা এস সি ˉ ওবিসি তৃণমূল কংগ্রেস এর সভাপতি পরেশ চন্দ্র বর্মন জানান ¯ কোচবিহার জেলা এসসি ওবিসি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজ এই পৌরসভার সুনীতি রোডের ব্রাহ্ম মন্দিরের সামনে এসসি ওবিসি তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি করছি , কারণ ২০১৯ সালে বিজেপি পার্টি ও কেন্দ্রের দুর্নীতি গ্রস্ত মন্ত্রীরা এসে , নির্বাচনের সময় আমাদের ছেলে পুলের নাকি চাকরি করে দিবে সুযোগ সুবিধা করে দিবে , আমাদের তারা আশ্বাস দিয়েছে যে , আমাদের নাকি তারা নারায়ণী সেনা করে দিবে , কিন্তু তারা এর কিছু করেনি । পরবর্তীতে ২০২১ এর নির্বাচনে ও বিজেপি আমাদের রাজবংশী ভাষার উন্নতি ও বিস্তার ঘটানো এরূপ নানা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে ,কিন্তু তারা এসবের মধ্যে কিছুই পূর্ন করেননি । এই সবের পরিপেক্ষিতে আজ আমরা এই বিক্ষোভ কর্মসূচি করছি । তিনি আরো বলেন যতদিন না, আমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি গুলোর পূর্ন ব্যবস্থা নিচ্ছে , তত দিন দিন আমাদের এই বিক্ষোভ বেড়েয় চলবে ।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে কালিয়াগঞ্জে উত্তর দিনাজপুর সবলা মেলার সূচনা হল

কালিয়াগঞ্জ ঃ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাজারো মহিলাদের নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে বৃহস্পতিবার কালিয়াগঞ্জে উত্তর দিনাজপুর সবলা মেলার সূচনা হল। এই শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন জেলাশাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা, বিধায়ক সৌমেন রায়, জেলা গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প নির্দেশক পেমা চুকি শেরিং, মহকুমাশাসক কিংশুক মাইতি, ইসলামপুর ও কালিয়াগঞ্জের পুরপ্রধান কানাইয়ালাল আগরওয়ালা এবং রামনিবাস সাহা, রায়গঞ্জের পুরপ্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাপ্পা সরকার, বিডিও প্রশান্ত রায়, আইসি সুবলচন্দ্র ঘোষ, প্রাক্তন বিধায়ক তপন দেবসিংহ প্রমুখ।

কালিয়াগঞ্জ বিডিও অফিস লাগোয়া রানিং বুলেট ক্লাব ময়দান থেকে শুরু হয়ে এই শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমা করে পার্বতীসুন্দরী হাইস্কুল ময়দানে মেলা প্রাঙ্গণে পৌঁছে সমাপ্ত হয়। মেলার প্রবেশ দ্বারের ফিতে কাঁটেন জেলাশাসক। এরপর মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্বলিত করে শুরু হয় সবলা মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। গ্রাম বাংলার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হস্তশিল্প সামগ্রীর প্রর্দশনী মূলক এই মেলা চলবে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। সবলা মেলায় থাকছে শিশু কিশোরদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা। মনোরঞ্জনের জন্য প্রতিদিন সান্ধকালিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মালদার বিখ্যাত গম্ভীরা গান, মানব পুতুল নাচ ও ম্যাজিক শো রয়েছে।

কম দামে রেশনের আতপ চাল কিনে টোটোতে বোঝাই করছিলেন এক অসাধু ব্যাবসায়ী। ক্যামেরা দেখে মাঙ্কি টুপি দিয়ে মুখ ঢেকে ভাগা রাম

জলপাইগুড়ি ঃ সামনেই পৌষ পার্বণ। এই সময় বাংলা জুড়ে বাড়ি বাড়িতে পিঠে পুলির আয়োজন হয়। পিঠে তৈরীর মূল উপকরণ আতপ চালের গুড়ো। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কম দামে রেশনের আতপ চাল কিনে তা দিয়ে চালের গুড়ো তৈরী করে চড়া দামে বিক্রি করে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যাবসায়ী। তারাই এখন গ্রামে গঞ্জে গিয়ে কম দামে রেশনের আতপ চাল কিনে নিচ্ছে। এই দৃশ্য দেখা গেলো জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড় পুর গ্রামপঞ্চায়েতের পাতকাটা কলোনী এলাকায়। দেখা গেলো এক ব্যাক্তি টোটো নিয়ে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে কম দামে রেশনের আতপ চাল কিনছে। তার নাম কি কোথা থেকে এই রেশনের চাল কিনলেন তা জিজ্ঞেস করতেই পালিয়ে গেলেন। স্থানীয় বাসিন্দা অপর্না মিত্র জানালেন রেশনে আতপ চাল দেয়। আতপ চাল খাওয়া যায় না। তাই বিক্রি করে ওই টাকা দিয়ে সেদ্ধ চাল কিনি। আমরা চাই রেশনে সেদ্ধ চাল দিক। সন্তোষ জোশি নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা জানালেন আতপ চাল খাওয়া মুশকিল। তাই কি আর করা যাবে। আতপ চাল বিক্রি করে দেওয়া হয়। এরা এই চাল নিয়ে গিয়ে চালের গুড়ো করে। কেউ আবার হাঁড়িয়া বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে দেয়। রেশনে সিদ্ধ চাল দিলে ভালো হয়। আমরা ফোনে কথা বলেছিলাম মহকুমা খাদ্য নিয়ামক শুভাশিস বায়েনের সাথে। তিনি জানিয়েছেন উপভোক্তার ফিঙ্গার প্রিন্ট মেলার পর তাকে রেশন দেওয়া হয়। এবার সেই রেশন নিয়ে গিয়ে যদি তিনি বাজারে বিক্রি করে দেন তবে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তিনি আরও বলেন ওই এলাকায় চলতি মাসের রেশনের মাধ্যমে সিদ্ধ চাল দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি আমি বিডিওকে জানিয়েছি।এই জাতীয় অভ্যাস বন্দ করতে আমরা ওই এলাকায় সচেতনতা প্রচার চালাবো।

স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে কোচবিহার পেস ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

কোচবিহার ঃ স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে কোচবিহার পেস ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। এদিনের এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় প্রায় ৩০০ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিনী অংশগ্রহণ করে। নার্সারি থেকে ক্লাস নাইন পর্যন্ত তিনটি বিভাগে এই অংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত প্রতিযোগী দের জন্য কোচবিয়ার প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট এবং মেডেল দিয়ে তাদের উৎসাহিত করা হয়। এছাড়াও তিনটি বিভাগে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিমা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ও এরাজের বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ডক্টর শান্তনু সেন

কলকাতা ঃ লোডশেডিং এ জেতা এরা যে বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী ঠিক করছেন কবে কখন কার বাড়িতে কেন্দ্রীয় এজেন্সি রেড করতে যাবে। কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের ইঞ্জিনিয়ারিং এ এবং এর রাজ্যের বিজেপি নেতাদের অঙ্গুলি হেলনে এর রাজ্যের শাসকদলের একাধিক নেতা নেত্রীর বাড়ি কেন্দ্রীয় এজেন্সি রেট করছে। অথচ যে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে নারদা তে টাকা নেওয়া থেকে শুরু করে একাধিক কোঅপারেটিভ ব্যাংকের টাকা তো শুরু ল্যাম পোস্ট কেলেঙ্কারি সহ একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত তার চুল স্পর্শ করছে না কেউ। এটা প্রমাণ করে এরা যে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শুভেন্দু অধিকারী সহ এ রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ও তাদের নেত্রী বর্গের মদতে চক্রান্ত করছে। শুধু তাই নয় কেন্দ্রীয় এজেন্সির রচিত এই চিত্রনাট্যের অঙ্গ হিসাবে আজ সকাল থেকে যেভাবে তাদের রেইড করাকে কেন্দ্র করে অতি সক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে তাও যথেষ্ট সন্দেহজন। যেখানে রেট হচ্ছে তার আশপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পথ চলতি মানুষ থেকে শুরু করে শীতের আমেজ এ রাস্তায় দাঁড়িয়ে রোদ পোয়াতে থাকা মানুষকে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে ও অতি সক্রিয়তা দেখাচ্ছে তার কিছুটা যদি মনিপুরে কেন্দ্রীয় বাহিনী তাকাতে পারতো তাহলে সেখানে একাধিক মহিলাকে ধর্ষণের শিকার হতে হত না। এদিন একাধিক জায়গায় কেন্দ্রীয় এজেন্সির রেইড এর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ও এরাজের বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ,,, ডক্টর শান্তনু সেন

ঘরের ভেতর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। নকশালবাড়ির মঙ্গলসিং জোতে

নকশালবাড়ি ঃ ঘরের ভেতর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। নকশালবাড়ির মঙ্গলসিং জোতে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। এদিন স্থানীয়রা ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে নকশালবাড়ি পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতের নাম লৌধা ওঁরাও (৫৯), মৃত হাতিঘিসার মঙ্গলসিং জোতের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘরের ভেতর একাই থাকতেন তিনি। কাজের সূত্রে ছেলে বাইরে থাকায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েই এই ঘটনা হতে পারে বলে অনুমান। আজ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে শিলিগুড়ির ঝংকার মোড়ে বিশেষ আয়োজন

শিলিগুড়িঃ স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে গোটা দেশজুড়ে দিনটিকে পালন করা হচ্ছে একইভাবে শিলিগুড়ির ঝংকার মোড়ে তথা বিবেকানন্দ চকে দিনটিকে পালন করা হলো শিলিগুড়ি পুরনিগমের পক্ষ থেকে। সেদিন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি রঞ্জন সরকার ও পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী। পাশাপাশি এই দিন স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করে স্বামীজিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন ক্স২০ এর চিফ কোঅরডিনেটর তথা দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি হর্সবর্ধন শৃংলা। এদিন এলাকার দুস্থ মানুষদের হাতে তিনি কম্বল তুলে দেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২তম জন্মদিবস উপলক্ষে নকশালবাড়ি শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হল

নকশালবাড়ি ঃ স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২তম জন্মদিবস উপলক্ষে নকশালবাড়ি শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হল। আজ সারাদিনব্যাপী একাধিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এদিন পানিঘাটার কদমা মোড় থেকে আশ্রম পর্যন্ত ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মহিলা ও পুরুষ দুই বিভাগে ম্যারাথন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন এসএসবি শিলিগুড়ির আইজি শ্রী সুধীর। সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। এদিন ম্যারাথনে জয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। ম্যারাথন ছাড়াও বসে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, আঁকো প্রতিযোগিতা, আদিবাসী নৃত্য, সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

মহানন্দা নদী থেকে উদ্ধার এক অজ্ঞাত ব্যক্তির গলার নলী কাটা দেহ

মালদা ঃ মহানন্দা নদী থেকে উদ্ধার এক অজ্ঞাত ব্যক্তির গলার নলী কাটা দেহ। শুক্রবার সকালে মালদা শহরের গয়েশপুর এলাকায় মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ তারা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। শীতবস্ত্র পরা অবস্থায় মহানন্দার জলে গলার নলী কাটা দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। যদিও ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় জানতে পারেননি পুলিশ। স্থানীয়দের অনুমান কেউবা কারা ওই ব্যক্তির গলার নলী কেটে খুন করে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং পুষ্পার্ঘ্যহ্যালো নিবেদন করে

জলপাইগুড়ি ঃ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং পুষ্পার্ঘ্যহ্যালো নিবেদন করে কারো যদি কোন রকম সমস্যা হয় ততক্ষণ ভলেন্টিয়ার কে বলবেন পিছনে এম্বুলেন্স আছে। শুক্রবার সকালে ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন জলপাইগুড়ি যুব মোর্চার। যুব দিবস উপলক্ষে জলপাইগুড়ি বিজেপি যুব মোর্চার পক্ষ থেকে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে ।

জলপাইগুড়ি বিজেপি জেলা কার্যালয় ডিবিসি রোড থেকে শহর পরিক্রমা করে এই বিকাশ ভারত রান ২০২৪।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ আশ্রমের পক্ষ থেকে শোভাযাত্রা

জলপাইগুড়ি ঃ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ আশ্রমের পক্ষ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রার সূচনা করেন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শিবপ্রেমানন্দ মহারাজ। ব্যান্ড ও সুসজ্জিত ট্যাবলো সহ ঢাক বাজিয়ে শোভাযাত্রা বের করা হয়। শঙ্খ, উলুধ্বনি নিয়ে মা পাঠচক্রের মহিলারা অংশ নেন শোভাযত্রায়। নয়াবস্তী, বড় পোস্ট অফিস মোড়, বাবুপাড়া, থানামোড়, সমাজপাড়া, দিনবাজার, বেগুনটারি, কদমতলা সহ শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে এই শোভাযাত্রা। সঙ্গে ছিল বিবেকানন্দ রথ। জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। এছাড়াও ছিলেন বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। ছিলেন আশ্রমের মহারাজ ও সন্ন্যাসীরা। সকালে বিবেকানন্দের ছবিতে মাল্যদান করে শোভাযাত্রার সূচনা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দর ১৬২ তম জন্ম দিবস পালন করল ইংরেজবাজার পৌরসভা ও মালদা রামকৃষ্ণ মিশন

মালদা ঃস্বামী বিবেকানন্দর ১৬২ তম জন্ম দিবস পালন করল ইংরেজবাজার পৌরসভা ও মালদা রামকৃষ্ণ মিশন। শুক্রবার সকাল নয়টা নাগাদ রামকৃষ্ণ মিশন রোড এলাকায় স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগরওয়ালা সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা। স্বামীজির মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রামকৃষ্ণ মিশনের মঠাধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরুপানন্দজী মহারাজ সহ অন্যান্য মহারাজ ও জন প্রতিনিধিরা।

এরপর মালদা রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে শহরে একটি প্রভাত ফেরীর আযো়জন করা হয়। প্রভাত ফেরীতে পা মেলায় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। স্বামীজী, রামকৃষ্ণ, সারদা দেবী সহ বিভিন্ন সাজে প্রভাত ফেরীতে অংশ নেয় ছাত্রছাত্রীরা। স্বামীজীর ছবি ও বাণী লেখা প্লাকার্ড হাতে প্রভাত ফেরীতে অংশ নেয় স্কুলের পড়ুয়ারা। সারা শহর পরিক্রমা করে প্রভাত ফের শেষ হয় রামকৃষ্ণ মিশন প্রাঙ্গনে।

সমগ্র বিশ্বের পাশাপাশি গোঁসাইপুরের ফয়রানী জোত বিবেকানন্দ ক্লাবের পক্ষ থেকেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২ তম শুভ জন্মজয়ন্তী

কলকাতা ঃ সমগ্র বিশ্বের পাশাপাশি গোঁসাইপুরের ফয়রানী জোত বিবেকানন্দ ক্লাবের পক্ষ থেকেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২ তম শুভ জন্মজয়ন্তী।

প্রতি বছরের মতো এবছরও সাতসকালে ক্লাবের সদস্যরা উৎসাহের সাথে স্বামীজীর জন্মজয়ন্তী উদযাপন করার জন্য একত্রিত হয়। জাতীয় পতাকা এবং ক্লাবের পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর এলাকার খুদে শিশুদের সামনে স্বামীজীর জীবনি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ক্লাব সদস্যরা। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাব সভাপতি পদ্মনাথ সিংহ, সম্পাদক কল্যাণ সিংহ, পরেশ চন্দ্র রায়, প্রকাশ সিংহ, গৌতম বর্মণ, হিমাংশু সিংহ সহ অন্যান্যরা।

ঐক্যের বার্তা নিয়ে ধর্মগুরুদের ঐক্যবদ্ধ করে স্বামীজী মোড়ে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস পালন

শিলিগুড়ি ঃ গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল স্বামী বিবেকানন্দের ১৬২ তম জন্মদিবস। শুক্রবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের স্বামীজী মোড়ে ঐক্যের বার্তা নিয়ে দিনটি পালুত হল। এদিন ঐক্যের বার্তা নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে সর্ব ধর্মগুরুদের উক্যবদ্ধ করে একই মঞ্চে বিবেকানন্দের জন্মদিন পালন করা হয়। এদিন স্বামীজী মোড়ে বিবেকানন্দের পূর্ণাঙ্গ মূর্তিতে মাল্যদান করার পাশাাপশি পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র তথা ১৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার রঞ্জন সরকার, বিভিন্ন ধর্মগুরু সহ পুর চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, মেয়র পারিষদ মানিক দে, শোভা সুব্বা ও একধিক অতিথিবৃন্দের পাশাপাশি স্থানীয়রা। ধর্মগুরুরা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী তুলে ধরেন এবং তার বাণীগুলি তুলে ধরে যুব সমাজকে প্রেরণ যোগান।

পুলিশ লেখা স্কুটির ধাক্কায় গুরুতর আহত এক পথচারী মহিলা

জলপাইগুড়ি ঃ শিব মন্দিরে অমাবস্যার ভোগের প্রসাদ খেতে গিয়ে রাস্তায় পুলিশ লেখা স্কুটির ধাক্কায় গুরুতর আহত এক পথচারী মহিলা। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি বালাপাড়া এলাকায়। অল্পের জন্য প্রাণে বাচে মহিলার সাথে থাকা দুই শিশু। ঘটনার পর পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। উল্লেখ্য জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর অঞ্চলের বালাপাড়া এলাকায় এক মহিলা দুই শিশুকে নিয়ে যাচ্ছিল পাশেই মন্দিরে অবসর উপলক্ষে ভোগের প্রসাদ খেতে । রাস্তার পাশ দিয়ে মহিলা দুই শিশুকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, হঠাৎই দুটো গতিতে একটি চার চাকা গাড়ি,জলপাইগুড়ি ডিএম অফিসের দিক থেকে জাতীয় সড়ক পাহাড়পুরের বালাপাড়ার দিকে যাতায়াতের সময় দ্রুত গতিতে তিনজন মহিলা একই স্কুটিতে যাবার পথে দুর্ঘটনার ঘটে। অভিযোগ রাস্তার উপর বালি থাকায় চার গাড়িটি প্রথমে স্কুটিতে ধাক্কা মারে পরে স্কুটি চালক মো তিনজন এই পথচারী মহিলাকে ঢাকা মারলে সাথে সাথে মহিলাটি ছিটকে পড়ে যায়, সাথে থাকা দুই শিশু কোন মতে প্রাণে বাজে। পরবর্তীতে মহিলাটিকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের স্থানান্তরিত করলে এবারের লোকজন শিলিগুড়ি একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যায় বলে জানা যায়। তারপর পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ প্রশাসন সঠিক সময় পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ। পরে উত্তেজিত জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে যে বালি রাস্তায় রাখার কারণেই এই দুর্ঘটনা। পুলিশের হস্তক্ষেপের দাবিতে বাসিন্দারা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে পথ অবরোধ। ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ বসাক বলেন জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার বিশাল গাফিলতি রয়েছে। তিনি আরো বলেন প্রশাসনের উপর কোন ভরসা করতে পারছেন না তারা। এই রাস্তা দিয়ে দিনরাত দ্রুত গতিতে বহু গাড়ি চলাচল করে। রাস্তার ধারে এভাবে বালি পাথর রাখার কারণে এই ধরনের দুর্ঘটনা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

চার বছর পর উত্তর কোরিয়াতে বিদেশি পর্যটক

পিয়ংইয়ং ঃ করোনা মহামারির বিধি-নিষেধ উঠে যাওয়ার পর এই প্রথম উত্তর কোরিয়াতে যাচ্ছেন বিদেশি পর্যটকেরা। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার একদল পর্যটক উত্তর কোরিয়াতে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

এই সফরের মধ্য দিয়ে করোনা মহামামারি পর প্রথমবারের মতো দেশটি ভ্রমণের সুযোগ পেতে যাচ্ছেন ওই পর্যটকেরা। রাশিয়ার আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ এক পোস্টে এই তথ্য জানিয়েছে। একটি ওয়েস্টার্ন ট্যুর গাইডের পক্ষ থেকেও বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। করোনা মহামারি শুরু হলে সংক্রমণ ঠেকাতে ২০২০ সালে সীমান্ত বন্ধ করে দেয় উত্তর কোরিয়া। এরপর থেকে দেশটিতে পর্যটকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। মহামারি ঠেকাতে বিশ্বের যে কয়েকটি দেশ সীমান্তে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল তার মধ্যে একটি হলো উত্তর কোরিয়া। মহামারি শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত বিদেশি পর্যটকদের জন্য সীমান্তে খোলা হয়নি। তার আগে গত ডিসেম্বর মাসে রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের গভর্নর প্রিমোরস্কি ক্রাই উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ংইয়ং পরিদর্শন করেন। দুই দেশের কর্মকর্তারা সেসময় এ বিষয়ে আলোচনা করেন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য রাশিয়ার ওই প্রদেশটি উত্তর কোরিয়ার সীমান্ত ঘেঁষা। জানা গেছে, ৪ দিনের ভ্রমণের লক্ষ্যে পর্যটকেরা ৯ ফেব্রুয়ারি উত্তর কোরিয়া উদ্দেশে যাত্রা করবেন।

বেইজিংয়ের বেসরকারি পর্যটন সংস্থা কোরইয়ো ট্যুরসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিমন কোকেরেল বলেন, উত্তর কোরিয়াতে তার ব্যবসায়িক অংশীদার রাশিয়ার পর্যটকদের ভ্রমণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ভ্রমণের এই আয়োজনটি করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। তার সংস্থাটি অবশ্য রাশিয়ান পর্যটকদের উত্তর কোরিয়া ভ্রমণ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

''এটি একটি ভাল দিক। কিন্তু এরপর থেকে বড় পরিসরে বিদেশি পর্যটকদের জন্য সীমান্ত খুলে দেওয়া হবে, সেটি আমি বলতে পারছি না,'' জানান তিনি।

উল্লেখ্য, করোনা মহামারি শুরুর আগে ২০১৯ সালে শুধুমাত্র চীনের পর্যটকদের ভ্রমণের ফলে উত্তর কোরিয়া ১৭৫ মিলিয়ন ইউরো আয় করেছিল বলে জানা গেছে।

প্রচণ্ড ঠান্ডায় শীতবস্ত্র ও খাদ্যের অভাবে অসহায় যারা

ঢাকা ঃ তীব্র শীতে কষ্টে আছে দেশের অনেক মানুষ। শ্রমজীবী অনেক মানুষের কাজ কমে যাচ্ছে। উত্তরের জেলাগুলোতে এই সংকট প্রকট হচ্ছে।

এ পর্যন্ত শীত উপদ্রুত প্রতি জেলায় গড়ে ৩০ হাজার কম্বল বিতরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম। তাছাড়া, যে কোনো কাজে ঘরের বাইরে যেতে যে ধরনের শীতবস্ত্রের প্রয়োজন সেগুলো যথেষ্ট দেয়া হচ্ছে না।

জেলা প্রশাসন নিজেদের উদ্যোগে কম্বল বিতরণ করছে। নির্বাচনের কারণে জেলাগুলোতে এখনো সরকারি ত্রাণ সহায়তা যায়নি।

শীতে নিম্নবিত্ত মানুষ কী পরিমাণ কষ্টে আছে তা পঞ্চগড়ের সালেহা বেগমের (৫০) কথায়ই বোঝা যায়। তিনি থাকেন পঞ্চগড় সদরের স্লুইস গেট এলাকায় নদীর পাড়ের ঝুপড়ি ঘরে। তিনি ডয়চে ভেলেকে বলেন, আমরা কম্বল, কাঁথা কিছুই এখন পর্যন্ত পাই নাই। কাজ কর্ম নাই। খাবারের অভাব। পুরোনো ঘর। বাইরে থেকে বাতাস ঢোকে। রাতে অনেক কষ্ট হয়। তিনি আরো বলেন, কেউ কম্বলই দেয়নি। সোয়েটার, চাদর কে দেবে! অনেক কষ্টে আছি। কেউ খোঁজ নেয় না।

পঞ্চগড় জেলায় মোট জনসংখ্যা প্রায় ১২ লাখ। পাঁচটি উপজেলা। সেখানে কমপক্ষে চার থেকে সাড়ে চার লাখ নিম্নবিত্তের এই শীতে গরম কাপড়, খাদ্য ও অর্থ সাহায্যতা দরকার। জেলা প্রশাসক জহিরুল ইসলাম জানান, তারা এ পর্যন্ত ৩০ হাজারের মতো কম্বল বিতরণ করেছেন। তিনি বলেন, আমরা কম্বল বা অন্যান্য গরম কাপড় যখন যেটা পাই বিতরণ করি। নির্বাচনের কারণে যাতে আচরণবিধি লঙ্ঘন না হয় এজন্য আমরা আমাদের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিতরণ করেছি। আর কিছু এনজিও আমাদের সঙ্গে সমন্বয় করে গরম কাপড় বিতরণ করছে। স্থানীয় বিত্তশালীরাও সহায়তা করছে।

কুড়িগ্রাম সদরের দাড় মোল্লাপাড়ায় বসবাস করেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মো. কামাল হোসেন। তিনি বলেন, আমাদের এখানকার অবস্থা খুবই খারাপ। আমরা এখন পর্যন্ত কোনো গরম কাপড় বা অন্য কোনো ধরনের সহায়তা পাইনি। আমি নিজে গরিব মানুষ. তারপরও কিছু গরম কাপড় সংগ্রহ করে গরিবদের দিচ্ছি। কিন্তু কতজনকে দেবো? কোনো সরকারি সহায়তা নাই। এমপি সাহেবের দেখা পাই না। তার কথা, এই এলাকায় অনেক গরিব মানুষ। চরাঞ্চলের অবস্থা আরো খারাপ। আপনারা আমাদের সহায়তার জন্য কিছু লেখেন, ভাই।

কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল আরিফ জানান, তারা ৫২ হাজার কম্বল বরাদ্দ দিয়েছেন। এর মধ্যে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৪৩ হাজার বিতরণ করেছেন। এর বাইরে বেসরকারি উদ্যোগে শিশু ও কর্মজীবী মানুষের জন্য কিছু জ্যাকেট ও সোয়েটারের ব্যস্থা করা হয়েছে। কিছু শুকনো খাবারও বিতরণ করা হয়েছে। কিছু পরিবারকে ঘরের টিন দেয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসক বলেন, আসলে ঠিক কত লোকের সহায়তা দরকার সেই তথ্য আমাদের কাছে নেই। ফলে আমরা আমাদের মতো সহায়তা করছি। আমাদের ভালো ডাটাবেজ না থাকায় এমনও হয় একজন একাধিকবার পান, আরেকজন পান না।

কুড়িগ্রাম জেলায় জনসংখ্যা ১৮ লাখেরও বেশি। উপজেলা ৯টি। জেলার এনজিও কর্মী রুকনুজ্জামান রুকু বলেন, আমাদের হিসেবে জেলার কমপক্ষে চার লাখ লোকের এখন কাজ নাই। তারা বছরের অন্য সময়ে বিভিন্ন জেলায় গিয়ে কাজ করেন। তারা এখন খুব কষ্টে আছেন। তাদের হাতে কাজ নেই। যাদের হাতে কাজ আছে তারাও শীতের কারণে করতে পারছেন না। তাই এখন তাদের গরম কাপড় ছাড়াও খাদ্য ও অর্থ সহায়তা দরকার।

উত্তরাঞ্চলের এনজিও 'জীবিকার' পরিচালক মানিক চৌধুরী জানান, এবার সরকারি সহায়তা কম। এনজিওগুলোও খুব বেশি সহায়তা করছে না। ডিসেম্বরে শীত তেমন ছিল না। তবে গত এক সপ্তাহ ধরে তীব্র শীতে মানুষ কষ্টে আছে। সারা দিনে সূর্যের দেখা মেলে না। এমনিতেই এই অঞ্চলের মানুষ অবহেলিত। এখন কাজও কম। শীতে বাইরে যেতে পারছে না।

তিনি বলেন, সরকাারি যে সহয়তা দেয়া হচ্ছে তা কম্বল। কিন্তু মানুষের বাইরে যেতে গরম কাপড় দরকার। তা পাওয়া যাচ্ছে না। দরকার খাদ্য। প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে চার লাখ মানুষের সহায়তা দরকার এই শীতে। কিন্তু পাচ্ছে অনেক কম মানুষ।

লালমনিরহাট ও রংপুরে জেলা প্রশাসন জেলা সদর ও উপজেলা সদরে কিছু কম্বল বিতরণ করেছে। কিন্তু প্রত্যন্ত চরের মানুষ, ভাসমান ও ছিন্নমূল মানুষ কম্বল বা গরম কাপড় পাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি একাধিকবার পাচ্ছে। তালিকা ঠিকমতো হচ্ছে না।

লালমনির হাট জেলা প্রশাসনের সহকারি কমিশনার (ত্রাণ ও পুনর্বাসন) মাহবুবুর রহমান বলেন, আমাদের এখানে পাঁচটি উপজেলায় মোট ২৪ হাজার কম্বল পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আর জেলা প্রশাসকের অফিস খেকেও আলাদাভাবে চার-পাঁচ হাজার কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। তবে গরম কাপড় (জ্যাকেট, সোয়েটার) এগুলো আমাদের এখানে নেই। আমরা চাহিদা পাঠিয়েছি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শীতে যাদের কাজ নেই বা কাজে যেতে পারেন না, তাদের জন্য অর্থ বা খাদ্য সহায়তার কোনো প্রকল্প আমাদের নেই।

রাজধানী ঢাকায়ও এই শীতে গরিব ও শ্রমজীবী মানুষ কষ্টে আছে। কলাবাগানের রিকশা চালক শাহীন মিয়া ও ফরিদ আলম জানান, এই শীতে তারা ঠিকমতো রিকশা চালাতে পারছেন না। যাত্রীও কম। তাই তাদের আয় কমে গেছে। শাহীন মিয়া বলেন, নিজের ও পরিবারের জন্য কম্বল বা গরম কাপড় কিনতে পারছি না। শীতে খুব কষ্ট হচ্ছে। কোনো সহায়তা পাচ্ছি না। গৃহকর্মী রমিজা বেগম বলেন, এই শীতে আমাদের দেখার কেউ নেই। এত বড় নির্বাচন গেল, তখনো কেউ কিছু দেয় নাই। নির্বাচনের পরেও কেউ কিছু দিচ্ছে না। শীতে ছেলেমেয়ে নিয়ে অনেক কষ্টে আছি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে নির্বাচনের কারণে জেলা প্রশাসন সারা দেশে তাদের কাছে যে ত্রাণসামগ্রী আছে তাই বিতরণ করছেন। অনেক জেলা থেকে চাহিদা জানিয়ে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নিয়েছে। এখন হয়তো আরো গরম কাপড় পাঠানো হবে। কিন্তু ভালো ডাটাবেজ না থাকায় বিতরণ ঠিকভাবে হবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর শুক্রবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে চুয়াডাঙ্গা ও কিশোরগঞ্জের নিকলিতে। সেখানে তাপমাত্রা ছিল ৯.৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

সার্বিয়ায় অবহেলিত প্রাণীদের আশ্রয়কেন্দ্র

সার্বিয়াঃ গরু ও ঘোড়ার মতো প্রাণী মানুষের অনেক কাজে লাগলেও এমন প্রাণী প্রায়ই বঞ্চনা, অবহেলা বা অত্যাচারের শিকার হয়। সার্বিয়ায় এক পশু সুরক্ষা কেন্দ্রে ঘোড়াসহ অনেক প্রাণী আশ্রয় পাচ্ছে।

জেনি নামের সাদা ঘোড়াটিকে কসাইখানা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। জেনি সার্বিয়ার মধ্যভাগে লাপোভোর ঘোড়া সুরক্ষা কেন্দ্রের প্রথম বাসিন্দা। গোটা বলকান অঞ্চলে 'স্টারো ব্রদো' একমাত্র এমন প্রতিষ্ঠান। সেই ঘোড়া সুরক্ষা কেন্দ্রের মালিক ভিয়োলেতা জোভিচ বলেন, ''যে সব ঘোড়া আর বাঞ্ছিত নয়, আর কাজে লাগছে না, দুর্ব্যবহারের শিকার অথবা সেগুলির কথা মালিক ভুলেই গেছে - এমন প্রাণীদের সুরক্ষা ও ভালোবাসার একটা ঠাঁই দরকার। ঘোড়া এমন বাসা পেলে পরিবারের অংশ হয়ে উঠতে পারে।'' ২০১৫ সাল থেকে 'স্টারো ব্রদো' ৮০-টিরও বেশি ঘোড়া ও গাধা উদ্ধার করেছে। বর্তমানে নয়টি ঘোড়া ও দুটি গাধা সেখানে আশ্রয় পেয়েছে। ছয়টি শুকর ও একটি মোষও উদ্ধার করা হয়েছে। বেদনাদায়ক অতীত জীবনের পর সব ক'টি প্রাণী আপাতত নিরাপদে রয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রের মালিক ও স্বেচ্ছাসেবীরা সেগুলির দেখাশোনা করছেন। জোভিচ বলেন, ''প্রাণীগুলির কাহিনি ভিন্ন। সরকারি প্রাণীসম্পদ কর্তৃপক্ষের হাতে বাজেয়াপ্ত প্রাণী থেকে শুরু করে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে মালিকের জমা দেওয়া প্রাণী এখানে রয়েছে। অনেক মানুষ আবার একজোট হয়ে ঘোড়া কিনেছেন। পরে সেগুলি আর সামলাতে পারেন নি। আমাদের এখানে প্রয়োজনীয় পরিবেশ থাকায় যত্ন নিতে আমরা প্রাণীগুলি গ্রহণ করি। সেগুলির ডাক্তারের পরিচর্যা, সামাজিক জীবনসহ অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়।''

মাসের শেষ সপ্তাহান্তে সেখানে 'ওপেন ডে' পালিত হয়। অসংখ্য মানুষ প্রাণীগুলি দেখতে আসেন। কেউ কেউ ঘোড়া চড়তে চান, বড় প্রাণী সম্পর্কে ভয় কাটাতে চান অথবা নিছক আনন্দ উপভোগ করতে চান। বেলগ্রেডের বাসিন্দা স্রদজান স্টইকোভিচ নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন, ''আমরা চার জন প্রথম বার এখানে এসেছি। দারুণ লাগছে। এই অসাধারণ মানুষগুলি এখানে যা করছেন এবং কত ভালোভাবে প্রাণীগুলির দেখাশোনা করছেন, তা দেখলে মনটা ভালো হয়ে যায়।''

জেনির ভাগ্য ভালো ছিলো। সসেজে পরিণত না হয়ে সে এখন থেরাপির ঘোড়া হিসেবে মানুষকে সাহায্য করছে। ঘোড়া সুরক্ষা কেন্দ্রের মালিক ভিয়োলেতা জোভিচ বলেন, ''জেনির স্বভাবচরিত্র ও কিছু গুণাগুণের ভিত্তিতে আমরা তাকে ও অন্য দুইটি ঘোড়াকে নিয়ে হিপোথেরাপি, থেরাপিউটিক্যাল রাইডিং ইত্যাদির পরিকল্পনা করছি। এভাবে এই স্থাপনা ভবিষ্যতে আর শুধু ঘোড়া সুরক্ষা কেন্দ্র থাকবে না। আমরা কোনো না কোনো ভাবে সম্প্রসারণ ঘটিয়ে সমাজের জন্য ভালো কিছু করতে চাই।''

সার্বিয়ায় এখনো ঘোড়া দিয়ে বিভিন্ন কাজ করানো হয়। মালিকরা প্রায়ই প্রাণীগুলির ঠিকমতো যত্ন নেন না, এমনকি দুর্ব্যবহারও করেন। ভিওলেতা সেই প্রবণতা বদলাতে চান। বিপদে পড়া প্রাণীর সহায়তার পাশাপাশি তিনি পশু কল্যাণ সম্পর্কেও সচেতনতা বাড়াতে চান।

বিরোধীদের আত্মঘাতী রাজনীতি ও গণতন্ত্রের বিপদ

কলকাতা (গৌতম হোড়) ঃ ভারতে ক্রমশ জমি হারাচ্ছে বিরোধীরা, শক্তিশালী হচ্ছে বিজেপি। এর কী প্রভাব পড়তে পারে ভারতের রাজনীতিতে? ভারতে এখন মোট ১৩টি রাজ্যে বিরোধী দলগুলি ক্ষমতায় আছে। আর বিজেপি ক্ষমতায় আছে ১৭টি রাজ্যে। তার মধ্যে উত্তরপূর্ব ভারত ও পুদুচেরি (সাবেক পন্ডিচেড়ি) বাদ দিলে বাকি সব রাজ্যই উত্তর ভারতে। দক্ষিণ ভারতের বড় কোনো রাজ্যে বিজেপি নেই। পূর্ব ভারতও তাদের হাতছাড়া। আর বিরোধীদের মধ্যে ইন্ডিয়া জোটের বাইরে থাকা তিনটি দল তিনটি বড় রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে। এই দলগুলি হলো ওড়িশায় বিজেডি, অন্ধ্রপ্রদেশে ওয়াইএসআর কংগ্রেস এবং মিজোরামে জেডপিএম। এর মধ্যে বিজেডি ও ওয়াইএসআর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে, তারা কেন্দ্রে প্রায় সবসময় নরেন্দ্র মোদী তথা বিজেপিকে সমর্থন করে। আর উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির ঐতিহ্যই হলো, যারা কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকে, তারা তাদের সঙ্গে থাকে। কারণ, এই রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্যের উপর বিপুলভাবে নির্ভরশীল। এই তিনটি রাজ্যকে বাদ দিলে বিরোধীদের হাতে দশটি রাজ্য থাকে। অর্থাৎ, মাত্র এক তৃতীয়াংশ রাজ্যে বিরোধীরা ক্ষমতায় আছে। আর লোকসভার দিকে তাকালে বিরোধীদের আরো করণ দশাটা সামনে আসবে। ৫৪৩ সদস্যের লোকসভায় বিজেপির সদস্যসংখ্যা হলো ২৯০। আর এনডিএকে ধরলে ৩২৩। ইন্ডিয়া জোটের দলগুলির সম্মিলিত শক্তি ১৪২। এর মধ্যে কংগ্রেসের সাংসদসংখ্যা হলো ৪৮ জন। দশ শতাংশ আসনে জিততে পারেনি বলে তাদের দলনেতাকে লোকসভায় বিরোধী নেতার মর্যাদা দেয়া হয়নি। যে কংগ্রেস ৫০ বছর ধরে দেশ চালিয়েছে, তাদের আসনসংখ্যা এখন ৫০-এও পৌঁছায় না। পরপর দুইটি লোকসভা নির্বাচনে তাদের এই হাল। নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে পরপর দুইটি নির্বাচনে একেবারেই এঁটে উঠতে পারেনি কংগ্রেস। আগামী নির্বাচনে পারবে কিনা, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। এর প্রতিক্রিয়া ভারতীয় রাজনীতিতে কী হচ্ছে, কী হতে পারে সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি, তার আগে বলে নেয়া দরকার, এমন ছবি এই প্রথম দেখছে না ভারত। এর আগে অনেকবার দেখেছে। স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেসের প্রবল দাপট ছিল। বিরোধী দলের সাংসদদের সংখ্যা ছিল কম। জরুরি অবস্থার পর ইন্দিরাকে হারিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল জনতা পার্টি। তিন বছর পরেই কংগ্রেস ৩৫৩টি আসনে জিতে ক্ষমতায় আসে। ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর যে নির্বাচন হয়েছিল, সেখানে ৫১৬ সদস্যের লোকসভায় কংগ্রেস পেয়েছিল রেকর্ড ৪০৪টি আসন। বিজেপি সেই সময় পেয়েছিল মাত্র দুইটি আসন। এনটি রাম রাওয়ের তেলুগু দেশম ৩০টি আসনে জিতে সবচেয়ে বড় বিরোধী দলের মর্যাদা পায়। ১৯৮৯ সালে অবশ্য বিজেপির সাংসদসংখ্যা দুই থেকে ৮৯ হয়। আবার অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে ২০০৪-এর নির্বাচনে যখন বিজেপি নিশ্চিত ছিল, তারা আবার ক্ষমতায় আসতে চলেছে, তখন ক্ষমতায় আসে ইউপিএ। ফলে বিরোধীদের এই উত্থান-পতন ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে অনেকবার হয়েছে। একসময় নেহরুর সামনে, পরবর্তীকালে ইন্দিরার সামনে বিরোধীদের খুবই অসহায় লেগেছে। যেমন এখন লাগছে নরেন্দ্র মোদীর সামনে। কিন্তু রাজনীতি এমনই অনিশ্চয়তার খেলা, যেখানে অনেক সময়ই হিসাব মেলে না। বিরোধীরাও হারের নানারকম অজুহাত দেন। কখনো তারা বলেন, ভোটযন্ত্র বা ইভিএমে কারচুপি করা হয়েছে। কখনো বলেন, ক্ষমতাসীন দল জোর করে ভোটদাতাদের ভোট দিতে দেয়নি ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু তারা ভোটে লড়েন। ক্ষমতায় আসার পর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মিত রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। কখনো মিছিল করেছেন। কখনো গান্ধী মূর্তির সামনে অবস্থান বিক্ষোভ, কখনো দলকে বিক্ষোভ করতে বলেছেন। উদ্দেশ্য ছিল, ক্ষমতায় থাকার পাশাপাশি বিরোধীদের জায়গাটুকুও দখল করে রাখা। তার আগে বামফ্রন্ট সরকারের নেতারাও এই একই কাজ করার চেষ্টা করতেন। কেন্দ্রেও আমরা একই প্রবণতা দেখেছি। সংসদে বিরোধীরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, তো বিজেপি সাংসদরাও বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলেন। কখনো কখনো মন্ত্রীরা পর্যন্ত সেই বিক্ষোভে যোগ দিলেন। এমনকী হইহল্লা করে লোকসভার অধিবেশন পর্যন্ত অচল করে দিয়েছেন তারা। তবে যে কারণ নিয়ে তারা এই বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, সেটা হয় বিরোধীশাসিত রাজ্যের বিষয় বা বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নিয়ে। কারণ যাই হোক, তারা বিরোধীদের স্পেস নিতে চেয়েছেন। সংসদে বিরোধীদের সংখ্যা যে এত কমে গেছে, তার একটা বড় প্রভাব লোকসভা ও রাজ্যসভার কাজের মধ্যেও পড়ছে। বিরোধীদের দাবি সরকার সহজেই অগাহ্য করছে। বিরোধীরা কোনো বিল স্ট্যান্ডিং বা সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাতে বললে সরকার তা শুনছে না। হইহট্টগোলের মধ্যে বিল পাস করা সহজ হচ্ছে। এককথায় সরকারের উপর চাপ দেয়ার জায়গায় বিরোধীরা থাকতে পারছেন না। নেহরু, ইন্দিরা, মনমোহনের সময় বিরোধীরা এই চাপ বজায় রাখতেন সংসদে আলোচনা করে। তখন হীরেন মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, জর্জ ফার্নান্ডেজের মতো এমন বক্তা ছিলেন, যাঁদের কথা সকলে মন দিয়ে শুনতেন। ছিলেন জ্যোতির্ময় বসুর মতো সাংসদ যারা একের পর এক নথিপত্র ফাঁস করতেন সংসদে। পরের দিকে গুরুদাশ দাসগুপ্তকে এই কাজ করতে দেখা গেছে। কিন্তু এখন তো বিরোধী দলগুলি আলোচনা না করে, বিতর্কের পথে না গিয়ে, শুধু সংসদ অচল করে সংবাদমাধ্যমের হেডলাইনে থাকতে চায়। দিনের পর দিন সংসদে কোনো কাজ হয় না। হতে পারে, এখন তাদের থেকে নরেন্দ্র মোদী অনেক ভালো বক্তা, হতে পারে, মিডিয়া এখন মোদীকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়, হতে পারে, বিজেপির খবর করতে তাদের উৎসাহ অনেক বেশি, কিন্তু বিরোধীদের এই কৌশল আত্মঘাতী হয়ে যাচ্ছে। সরকার খুব সহজে যে কোনো বিল পাস করিয়ে নিচ্ছে। অধিকাংশ সময়ে সেই বিল পাস হচ্ছে বিরোধীদের হইচইয়ের মধ্যে বা বিরোধীশূন্য লোকসভা বা রাজ্যসভায়। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সংসদের অধিবেশন নিয়ে আগ্রহ কমছে। আগে বিল নিয়ে, বিতর্ক নিয়ে, লোকসভার প্রশ্নোত্তর নিয়ে একের পর এক খবর হতো। মানুষ জানতেন। এখন তো সংসদের অধিবেশন থাকলেও তা থেকে খবর কম হয়। এরকম চললে স্বাভাবিকভাবেই সংসদের অধিবেশন নিয়ে উৎসাহ কমে যায়। এই যে কিছুদিন আগে লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে রেকর্ড সংখ্যক বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করা হলো অসদাচরণের জন্য, তার কোনো প্রভাব জনমানসে পড়েছে কি? মনে হয় না। কারণ, মানুষ তো এতদিনে জেনে গেছেন, বিরোধীরা লোকসভা ও রাজ্যসভার ওয়েলে নেমে সমানে বিক্ষোভ দেখায়, দেখাতেই থাকে। এর ফল কি খুব ভালো হচ্ছে?একেবারেই না। ভারতে প্রকৃত জাতীয় দল বা সর্বভারতীয় দল হলো দুইটি। বিজেপি ও কংগ্রেস। কিন্তু বিজেপি পরপর দুই বার কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেছে। পরপর তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় এসে জওহরলাল নেহরুর রেকর্ড ছুঁতে পারেন নরেন্দ্র মোদী। এখন তারা নিজেদের আরো বেশি করে শক্তিশালী করছেন। আর কংগ্রেস ততই শক্তি হারাচ্ছে। লোকসভায় তারা সাংসদসংখ্যা সেভাবে বাড়াতে পারছে না। রাজ্যে ক্ষমতা হারাচ্ছে। তারা দক্ষিণ ভারতে ভালো ফল করলেও উত্তর ভারতের একের পর এক রাজ্য তাদের হাতছাড়া হয়েছে। বাকি কয়েকটি দলের জাতীয় দল হিসাবে স্বীকৃতি থাকলেও তারা কার্যত আঞ্চলিক দলে পরিণত হয়েছে। এর ফলে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা সামনে আসছে, তা হলো, সরকার বিরোধিতার ক্ষেত্রটা অনেকটা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রে যা একেবারেই কাম্য নয়। বিরোধী যত শক্তিশালী হবে, ততই সরকার সীমার মধ্যে থাকবে, ততই সরকারের কোনো সিদ্ধান্তের ভালোমন্দ দুটি দিকই মানুষের কাছে পৌঁছাবে।

সম্পাদকীয়

হুতিদের ওপর কেন হামলা করল যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য?

নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে হুতিরা লোহিত সাগরে জাহাজ লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা দিতে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে যুদ্ধজাহাজ পাঠায়। হুতি বিদ্রোহীদের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ধ্বংস করতে এবং বিপদে পড়া বাণিজ্যিক জাহাজ উদ্ধারে সহযোগিতা করার কাজে সবচেয়ে সেরা যুদ্ধজাহাজ পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র। ব্রিটিশরাও এ জন্য তাদের সেরা যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছে। যাহোক, পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য এখন হুতির সামরিক স্থাপনায় হামলা শুরু করেছে। হুতি বিদ্রোহীরা যেভাবে একের পর এক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করে, তাতে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের মধ্যেই সংশয় তৈরি হয়, এ ধরনের হামলা ঠেকাতে তাদের যুদ্ধজাহাজগুলো কতটা কুলিয়ে উঠবে। ১০ জানুয়ারি মার্কিন ও ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজগুলো ২১টি ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করে। সে সময়ই ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী গ্রাঃট শাপস বলেন, 'এটা টেকসই সমাধান নয়।' তাঁর এই কথার মানে কী আসলে? প্রশ্ন হলো, হুতি পরিস্থিতি কেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল? এ প্রশ্নের সম্ভাব্য দুটি উত্তর রয়েছে। প্রথম উত্তর

হলো, একটা যুদ্ধজাহাজ খুব কমসংখ্যক ক্ষেপণাস্ত্র বহন করতে পারে। মার্কিন যুদ্ধজাহাজে এজিস ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা রয়েছে। এ জাহাজগুলো এসএম২ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের ওপর নির্ভর করে। যুক্তরাষ্ট্র অথবা ব্রিটিশ জাহাজের কোনোটার পক্ষেই সমুদ্রে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এর অর্থ হলো, দীর্ঘ সময় ধরে 'লড়াই চালিয়ে' যাওয়ার মতো সক্ষমতা তাদের নেই। ১০ জানুয়ারি হুতির হামলা থেকে এই ইঙ্গিত মিলছে যে সামনের দিনগুলোতে হুতির হামলার সংখ্যা আরও বাড়বে। হুতির অস্ত্রভান্ডার যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের নিরাপত্তা সক্ষমতার ওপর চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। প্রতিটি এসএম২ ক্ষেপণাস্ত্রের পেছনে খরচ হয় ২ দশমিক ১ মিলিয়ন ডলার। আর ব্রিটিশ বাহিনী যে ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করছে, তার প্রতিটির জন্য ১ থেকে ২ মিলিয়ন পাউন্ড পর্যন্ত খরচ করতে হয়। আবার এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের মজুত একবার ফুরিয়ে গেলে শূন্যস্থান পূরণ করাও অনেক চ্যালেঞ্জের। এখানে শুধু খরচের প্রশ্ন নয়, সেগুলো উৎপাদনের জন্য কয়েক বছর পর্যন্ত সময় লেগে পারে। লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচলে বাধাগ্রস্ত হওয়ায় যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের ব্যবসাবাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। সুয়েজ খালের রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মিসর। প্রতি মাসে সুয়েজ খাল থেকে মিসর রাজস্ব আয় করে ৭৫০ মিলিয়ন ডলার। এখন দ্বিতীয় উত্তরে আসা যাক। কী এমন ঘটল, যা আগের চেয়ে ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে তিনটি সম্ভাব্য কারণ আছে। প্রথমটি হলো, ১০ জানুয়ারি ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ এইচএমএস ডায়মন্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের রণতরি সমুদ্রের যে এলাকায় রয়েছে, সেখানে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করা হয়েছে। এই ভাষ্য যদি সত্য হয়, তাহলে এর অর্থ হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের রণতরি লক্ষ্য করে সরাসরি হামলা করেছিল হুতিরা। দ্বিতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে হুতির হুমকি এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তার জবাব। ২০ ডিসেম্বর হুতির নেতৃত্ব হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, আক্রান্ত হলে তারা যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজে হামলা করবে। ৩১ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরের কনটেইনারবাহী জাহাজে হামলা চালায় হুতিরা। জাহাজটি থেকে পাঠানো উদ্ধার বার্তায় বলা হয়, চারটি নৌকা তাদের ঘিরে রেখেছে। ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড থেকে বলা হয়, 'ইয়েমেনের হুতিনিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে ছোট নৌকাগুলো আসে। গুলিবর্ষণ করে। জাহাজটির ২০ মিটারের কাছে নৌকাগুলো চলে আসে এবং জাহাজে ওঠার চেষ্টা করে।' হুতির নৌকাগুলো থেকে কনটেইনারবাহী জাহাজ রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র তাদের যুদ্ধজাহাজ থেকে হেলিকপ্টার পাঠায়। সরে যাওয়ার সতর্কবার্তা উপেক্ষা করলে তাতে আক্রমণ চালায়। এতে হুতিদের তিনটি নৌকা ধ্বংস হয়ে যায়। পালিয়ে যায় একটি। হুতির পক্ষ থেকে বলা হয়, মার্কিন শত্রুদের তাদের অপরাধের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। লোহিত সাগরে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি কোনোভাবেই ইসরায়েলের জাহাজকে সুরক্ষা দিতে পারবে না।

ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের সামরিক শক্তি কেমন এবং কী অস্ত্র ব্যবহার করছে

বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর একটি ইয়েমেনে ২০১৪ সালে শিয়া মুসলিম গোষ্ঠী হুথি বিদ্রোহীরা রাজধানী সানা দখল করে নেয়ার পর থেকে গৃহযুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে।
এরপর হুথিদের বিরুদ্ধে সে।দি আরবের নেতৃত্বে যে।থ বাহিনীর আকাশ পথে হামলা আরও বেশি ধ্বংস ও দারিদ্র্যতা ডেকে এনেছে। তারপরও হুথিরা গত নভেম্বর থেকে সাগরপথে পণ্য পরিবহনের জন্য

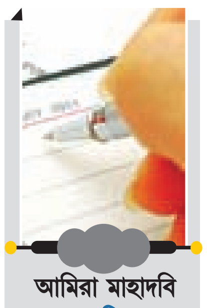

আমিরা মাহাদবি
প্রাবন্ধিক

হুমকি হয়ে উঠেছে এবং এখন যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র তাদের উপর পাল্টা হামলা করছে।
এই সংঘাত বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে।
ইয়েমেনের অবস্থান কোথায় এবং এটি কে।শলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ কেন?
হুথিরা যে সাগরে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে উঠেছে, এর পেছনে তাদের বড় শক্তি হল তারা যে অঞ্চলটা নিয়ন্ত্রণ করে সেটার অবস্থান।
ইরান সমর্থিত হুথিরা ২০১৪ সালে ক্ষমতা দখলের পর থেকে ইয়েমেনের বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। যার মধ্যে আছে রাজধানী সানা, দেশটির উত্তর অংশ এবং লোহিত সাগরের উপকূল অঞ্চল।
আর এটাই তাদের লোহিত সাগরের প্রবেশপথ হিসেবে খ্যাত বাব আলমানদাব প্রণালির নিয়ন্ত্রণ দেয়, যা ইউরোপের সাথে এশিয়ার যোগাযোগের সংক্ষিপ্ততম পথ এবং এটি তাদের অস্ত্রের আওতার ভেতরে।
হুথিরা কেন জাহাজে হামলা করছে?
ইউএস মিলিটারি সেন্ট্রাল কমান্ডের হিসেবে, ১৯শে নভেম্বর ২০২৩ থেকে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা দক্ষিণ লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের মধ্যে পণ্য পরিবহনকারী জাহাজগুলোতে কমপক্ষে অন্তত ২৬টি হামলা করেছে।
হুথিদের দাবি এই হামলাগুলো তারা করেছে গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে। তারা বলছে যে সমস্ত জাহাজের সাথে ইসরায়েলের সম্পর্ক আছে তারা সেসব জাহাজকেই লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে।
কিন্তু সমালোচকরা বলছেন সাম্প্রতিক সময়ে যেসব জাহাজে তারা হামলা করেছে সেসব অনেকগুলোর সাথে ইসরায়েলের কোন সম্পর্কই নেই।
তারা বলছে হুথিরা আসলে গাজার বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগে নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়াচ্ছে, নিজেদের শক্তিমত্তা প্রদর্শন করছে এবং ইরানের কাছে প্রমাণ দিচ্ছে যে তারা তাদের কার্যকরী মিত্র হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম।
হুথিদের সামরিক সক্ষমতা কেমন?
লোহিত সাগরে জাহাজে হুথিদের সাম্প্রতিক হামলায় দেখা গিয়েছে তারা ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, ব্যালিস্টিক মিসাইল, ড্রোন (ইউএভি) ও চালকবিহীন জাহাজ (ইউএসভিস) ব্যবহার করেছে।
এছাড়া শুরুর দিকে হামলায় দেখা যায় হুথিরা ছোট ছোট নৌকা বা হেলিকপ্টার নিয়ে বড় জাহাজে উঠে পড়ছে ও সেটা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছে।
ইউএভি বা তথাকথিত কামিকাজে ড্রোন

যেটা হুথিরা ব্যবহার করছে, ধারণা করা হচ্ছে এগুলো কাসেফ ড্রোন, সেই সাথে আছে অনেক দূর পর্যন্ত হামলায় সক্ষম সামাদস যুদ্ধবিমান - লেজের দিকে যেটায় ভি আকৃতির পাখা থাকে। এই অস্ত্র হুথিরা ব্যবহার শুরু করে আসছে সে।দি আরবের সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের সংঘাতে।
দ্য ওয়াশিংটন ইনস্টিটিউট ফর নিয়ার ইস্ট পলিসি বলছে, বিভিন্ন ধরনের জাহাজ বিধ্বংসী ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে হুথিদের, যেগুলো ৮০ কিলোমিটার থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত আঘাত হানতে সক্ষম। এর মধ্যে আছে সায়াদ এবং সেজ্জিল মিসাইল।
এই থিঙ্কট্যাঙ্ক মনে করে হুথি গোষ্ঠীর কাছে এমন জাহাজ বিধ্বংসী ব্যালিস্টিক মিসাইলও আছে যা ৩০০ কিলোমিটার দূর থেকে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে।
এই মিসাইলগুলোর অবস্থান নির্ণয় করাও কঠিন কারণ তারা খুব দ্রুতগতির হয় এবং মূহুর্তের মধ্যে আক্রমণ করতে পারে। তবে এর জন্য দরকার হয় ড্রোন, অন্য জাহাজ বা অস্ত্রের মাধ্যমে লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে বিশদ তথ্য।
সমুদ্রের ইতিহাসবিদ সাল মারকোগলিয়ানো বিবিসিকে বলেন, ব্যালিস্টিক এবং ক্রুজ এই দুই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রই ড্রোনের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, কারণ তাদের সাথে বড় যুদ্ধাস্ত্র থাকে এবং আরও বেশি গতিশক্তি থাকে।
মারকোগলিয়ানো বলেন, একমুখী ড্রোনগুলো সংখ্যায় অসংখ্য কারণ এগুলো খুবই সস্তা এবং সহজেই ব্যবহার করা যায়, তবে একটু ধীরগতির।
এই ড্রোনগুলো ঠিক পানির উপর জাহাজের ভেসে থাকা জায়গা বরাবর আঘাত করে এবং তা থেকে আগুন ধরে যাওয়াটা হল সবচেয়ে দুশ্চিন্তার।
তবে মারকোগলিয়ানোর বিশ্বাস 'সবচেয়ে ভয়ের' হল ইউএসভিস বা চালকবিহীন জাহাজ, কারণ এটি পানির উপরে জাহাজে আঘাত করে, যার মাধ্যমে এটি ফুটো হয়ে ভেতরে পানি ঢোকে এবং জাহাজটি ডুবে যায়।
ইউএস নেভি বলছে চলমান সংঘাতে হুথিরা প্রথম এই চালকবিহীন জাহাজটি বিস্ফোরণ সহকারে ব্যবহার করে গত ৪ই জানুয়ারি এবং সেটি জাহাজ চলাচলের আন্তর্জাতিক লেনে এসে বিস্ফোরিত হয়।
সৌভাগ্যক্রমে কোন হতাহত হয়নি বা কোন জাহাজকেও এটি আঘাত করতে পারেনি, কিন্তু এই একমুখি ইউএসভিস ব্যবহারের সূচনাটা চিন্তার কারণ, বলেন ইউএস নেভি কমান্ডার ভাইস অ্যাডমিরাল ব্রাড কুপার।
তিনি বলেন, এরকম আক্রমণ তাদের নতুন সক্ষমতা সম্পর্কে জানান দেয়।
তবে সৌদি সরকার জানাচ্ছে, হুথিরা এই এইএসভিস প্রথম ব্যবহার হয় ২০১৭ সালে জানুয়ারিতে সৌদি বাহিনীর আলমদিনার উপর একটা হামলায়, আর এরপর ২০২০ সালে মার্চে এডেন উপসাগর দিয়ে একটা তেলবাহী জাহাজ ইয়েমেন যাওয়ার পথে সেটার উপর হামলার একটা ব্যর্থ চেষ্টা চালায় তারা।
হুথিদের সাহায্য করছে কারা?
হুথিরা ইরানের দ্বারা সমর্থিত এবং তারা নিজেদের তথাকথিত এক্সিস অফ রেসিসট্যান্স বা প্রতিরোধ বলয়ের অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছে, যার মধ্যে আছে লেবাননের হেজবুল্লাহ, সিরিয়ার আসাদ সরকার, গাজায় হামাস এবং ইরান সমর্থিত অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠী যারা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের প্রতিপক্ষ শক্তি।
২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাজ্য সরকার জানায় তারা জাতিসংঘের কাছে এমন প্রমাণ উত্থাপন করেছে যা ইরানের সাথে সে।দি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপর হামলায় হুথিরা যে ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ব্যবহার করেছিল তা চোরাচালানের একটা সংযোগ পাওয়া যায়।
যুক্তরাজ্য সরকার জানিয়েছে, দ্য রয়্যাল নেভি শিপ এইচএমএস মনট্রোজ ২০২২ সালের শুরুর দিকে দুবার ইরানিয়ান অস্ত্র জব্দ করে যা স্পিডবোটে করে দক্ষিণ ইরানের আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমায় চোরাচালানকারীরা বহন করছিলো।
তারা বলছে এসব আটককৃত অস্ত্রের মধ্যে ছিল স্থল থেকে আকাশে ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র, ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের ইঞ্জিন এবং একটা নজরদারিতে ব্যবহৃত একটি বাণিজ্যিক কোয়াডকপ্টার ড্রোন।
যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও আরো প্রায় এক ডজন দেশ হুথিদের হামলা বন্ধ করার জন্য সতর্ক করে আসছে।
গত ডিসেম্বরে তারা মিলিতভাবে একটা বাহিনী গঠন করে যার নাম অপারেশন প্রোসপারিটি গার্ডিয়ান, মূলত এডেন উপসাগর ও দক্ষিণ লোহিত সাগরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এই বাহিনীর লক্ষ্য। গত ১১ই জানুয়ারি রাতে এই যৌথ বাহিনী পাল্টা হামলা করে।
ইউএস এয়ার ফোর্স জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, বাহরাইন, কানাডা ও নেদারল্যান্ডসের সাথে মিলে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহী অধ্যুষিত ১৬টি জায়গায় অন্তত ৬০টি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে।
কিন্তু বিশ্লেষকরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন কয়েক বছর ধরে সে।দি আরব ও তাদের মিত্রদের বিমান হামলা হুথিদের কখনোই পুরোপুরিভাবে পরাজিত করতে পারেনি।

যে মডেলে বিশ্বে কর্তৃত্ববাদী সরকারের উত্থান ঘটছে

জেরেমি অ্যাডেলম্যান

২০১৬ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর বিশ্বের অনেক পণ্ডিত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। কেউ কেউ হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, বিশ্বের নানা দেশে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে আফ্রিকার সাহেল অঞ্চল বাদে বিশ্বের বাকি অঞ্চলে সামরিক অভ্যুত্থান বিরল ঘটনা হিসেবেই রয়ে গেছে। গৃহযুদ্ধের ঘটনাও খুব একটা নেই। তবে সামরিক অভ্যুত্থান না থাকলেও বেসামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিশ্বের অনেক দেশের গণতন্ত্র ভেঙে পড়েছে। শীতলযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মূলত তিন ধরনের কায়দায় বেসামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। তবে সেসব নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয়নি। ২০২৫ সালের শুরুতেই ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেঃট হিসেবে ফিরে আসতে পারেন। এ আশঙ্কা যতখানি বিচলিত করার কথা, সেটি নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নই আমরা।

গণতন্ত্রকে পিছিয়ে রাখার প্রথম মডেল দৃষ্টান্তযোগ্যভাবে বাস্তবায়ন করেছেন হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর ওরবান। ২০১০ সালে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে একটি কালাকানুন পাস করেছেন। ওই আইনের মাধ্যমে ওরবান ও তাঁর দল হাঙ্গেরির প্রতিটি সংবাদমাধ্যমকে হাতের মুঠোয় নিয়েছে। এসব সংবাদমাধ্যম সমকামী আন্দোলনকর্মী ও অভিবাসীদের জাতীয় হুমকি হিসেবে দেখাচ্ছে এবং ওরবানকে জাতীয় ত্রাতা হিসেবে চিত্রায়িত করছে। ওরবান ইউক্রেন যুদ্ধের মতো আঞ্চলিক ইস্যুকেও কাজে লাগিয়ে রাশিয়া এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন উভয়ের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা আদায় করছেন। সর্বোপরি ওরবানের দল ফাইডেজ হাঙ্গেরির নির্বাচনী আইন এমনভাবে তৈরি করেছে যাতে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। বেসামরিক অভ্যুত্থানের এই মডেল সরাসরি সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করে না। এই মডেলে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার ভারসাম্যকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে গোটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকেই কর্তৃত্ববাদী করে তোলা হয়।

গণতন্ত্রের পশ্চাদপসরণের দ্বিতীয় মডেলটি ইদানীং অনেক দেশেই দেখা যাচ্ছে। এই মডেলের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো ভ্লাদিমির পুতিনের রাশিয়া ও ড্যানিয়েল ওরতেগার নিকারাগুয়া। এই মডেলে একটি নাটকীয় জাতীয় সংকট জিইয়ে রাখা হয়। সেই সংকট কোনো আঃেদালনের জন্ম না দিয়ে একজন লৌহকঠিন শাসকের জন্ম দেয়। জনমনে সেই শাসককে একজন রক্ষাকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই মুহূর্তে রাশিয়ার মানুষকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ধারণা দেওয়া হচ্ছে, আমেরিকার দিক থেকে যে হুমকি আসছে, তা রাশিয়ার অর্থনীতি এমনকি সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করে দিতে পারে। সেই হুমকি থেকে গোটা জাতিকে এখন বাঁচাতে পুতিনের বিকল্প কোনো নেতা নেই। তবে পুতিন জনসমর্থনের চেয়ে তাঁর দেশের অভিজাত ক্ষমতাধর গোষ্ঠীকে হাতে রাখতে ব্যস্ত আছেন। রাশিয়ায় বিনিয়োগ করা পশ্চিমা কোম্পানিগুলোর অর্থ আত্মসাৎ করে তিনি সেই গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট রাখছেন। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা ঠেকাতে তিনি জনগণের ওপর নির্ভর না করে ঠগি বা দুর্বৃত্তদের ওপর নির্ভর করছেন। ট্রাম্প যে মডেলটি অনুসরণ করে এগোচ্ছেন তা ভিক্তর ওরবান কিংবা পুতিনের মডেল নয়। তিনি ওরবানের মতো গণমাধ্যমকে হাতের মুঠোয় না নিয়ে এবং পুতিনের মতো অভিজাত গোষ্ঠীকে চূড়ান্ত সুযোগসুবিধা না দিয়েই বেসামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে চান। তিনি আমেরিকার রক্ষণশীল নাগরিকদের মধ্যে অভিবাসী ও অর্থনৈতিক অপচয়সহ বিভিন্ন ইস্যুতে ভয় ধরিয়ে দিতে পেরেছেন। এই মডেলে কর্তৃত্ববাদী শাসক ভিক্তর ওরবান নিজের দল ও জনতুষ্টিবাদী জনতার ওপর নির্ভর করেন না। এই মডেলের স্বৈরাচার শাসক পরিবারপরিজন ও বন্ধুবান্ধবের সমন্বয়ে একটি চক্র গড়ে তোলেন। সেই চক্র ব্যবসা বাণিজ্য ও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। প্রয়োজনে তাঁরা গুণ্ডাবাহিনীকেও নিজের শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। ট্রাম্প যে মডেলটি অনুসরণ করে এগোচ্ছেন তা ভিক্তর ওরবান কিংবা পুতিনের মডেল নয়। তিনি ওরবানের মতো গণমাধ্যমকে হাতের মুঠোয় না নিয়ে এবং পুতিনের মতো অভিজাত গোষ্ঠীকে চূড়ান্ত সুযোগসুবিধা না দিয়েই বেসামরিক অভ্যুত্থান ঘটাতে চান। তিনি আমেরিকার রক্ষণশীল নাগরিকদের মধ্যে অভিবাসী ও অর্থনৈতিক অপচয়সহ বিভিন্ন ইস্যুতে ভয় ধরিয়ে দিতে পেরেছেন।
ট্রাম্প সমর্থকেরা মনে করছেন, আমেরিকা ভিন্ন সংস্কৃতির অভিবাসীদের চাপে তার মৌলিক চরিত্র হারাচ্ছে। একই সঙ্গে মিত্র দেশগুলোকে মাত্রাতিরিক্ত অর্থসহায়তা দেওয়ার কারণে আমেরিকান জনগণের পরিষেবা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্য ট্রাম্প নিজেকে ত্রাতা হিসেবে তুলে ধরেছেন। আশঙ্কার বিষয়, হলো ট্রাম্প পুনরায় নির্বাচিত হলে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের বেসামরিক অভ্যুত্থানকারী শাসকদের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা দেবেন। পুতিন এবং ওরবানের মতো শাসকেরা আরও শক্তিধর স্বৈরাচার হয়ে উঠবেন।

সাময়িকী

শ্রীলঙ্কার নির্বাচন উত্তেজনায় শামিল চীন ভারতও

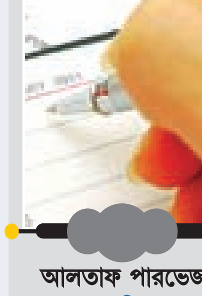

আলতাফ পারভেজ
প্রাবন্ধিক

শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে বলেছেন, ২০২৪ সাল তাঁর দেশে নির্বাচনের বছর। নাগরিকেরা খুশি এই সংবাদে। এই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শ্রীলঙ্কা সরকার সেদেশের বন্দরে চীনের 'গবেষণা জাহাজ' আসা এক বছরের জন্য স্থগিত করেছে। সঙ্গে সঙ্গে কড়া প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে চীন। বোঝা যাচ্ছে, আসন্ন নির্বাচন ঘিরে লঙ্কার রাজনীতিতে নয়াদিল্লি ও বেইজিংয়ের যে অদৃশ্য মল্লযুদ্ধ হবে, সেটি শুরু হয়ে গেছে। যেমনটি ঘটেছিল কয়েক মাস আগে মালদ্বীপে নির্বাচনকে ঘিরে। বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের নির্বাচন শেষে ভূরাজনৈতিক ফলাফলে যে 'ভারসাম্য' বিরাজ করছে, শ্রীলঙ্কার নির্বাচন তাকে এক দিকে হেলে দেবে। তবে ভাষ্যকারেরা এও ভাবছেন, ভোটাররা কি আগের মতো জাতিগত ধারায় ভাগ হয়ে ভোট দেবেন? কিংবা নির্বাচন হলে অর্থনৈতিক দুর্দশা আদৌ কাটবে কি না?

শ্রীলঙ্কায় অর্থনৈতিক সংকটের কথা বাংলাদেশেও বহুল প্রচারিত। আইএমএফের কড়া শাসনে আছে দেশটি। প্রেসিডেন্ট সামরিক আমলাতন্ত্রের সমর্থনে যখন যেটুকু দরকার কর ও দাম বাড়ান কেবল। তাই বলে নির্বাচনী ইস্যুর অভাব নেই। আগের নির্বাচনে দেশটি ভাসছিল সিংহলি জাতীয়তাবাদী উল্লাসে। এবার সেটি নেই। দ্বিদলীয় রাজনৈতিক প্রথা থেকে মুক্তির বাসনা আছে কেবল।

এর আগে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট হয় ২০১৯ সালে, পার্লামেন্ট নির্বাচন হয় ২০২০ সালে। উভয়ের মেয়াদ পাঁচ বছর। সেই হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আগে হওয়ার কথা। তবে সবাই বলছেন, এবার আগে হবে পার্লামেন্ট নির্বাচন। ব্যতিক্রমের পেছনে রাজনৈতিক কারণ রয়েছে।

গত পার্লামেন্ট নির্বাচনে যে তিনটি দল প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়, এখনকার প্রেসিডেন্ট তাঁদের কেউ নন। অঘটন কেবল এটিই নয়, জনআন্দোলনের ভেতর দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন রনিল! আন্দোলনের পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে তাঁর গলা টিপে ধরে আন্দোলনের কর্মীরা যাকে বলেন 'প্রতিবিপ্লব'।

তখন থেকে লঙ্কা নির্বাচনের অপেক্ষায়। স্থানীয় সরকার নির্বাচনও আটকে আছে। সেই নির্বাচন হওয়ার কথা দুই বছর আগে। প্রেসিডেন্ট রনিল কোনো নির্বাচনই দিতে চাইছিলেন না। নতুন বছরের শুরুতে তিনি মত পাল্টিয়েছেন। যে 'হিসাব' থেকে সেটি ঘটুক, লঙ্কার মানুষ খুশি এতে। তাঁরা নির্বাচিত সরকার দেখতে চান। এখনো অবশ্য স্পষ্ট নয়, কোন নির্বাচন আগে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষ্যকারের বিশ্বাস, আগে হবে পার্লামেন্ট নির্বাচন এবং সেটি মার্চে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে সেপ্টেম্বরে। নির্বাচনের জন্য তহবিল জোগানোর ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে। নতুন করে ভোটার রেজিস্ট্রেশনও হচ্ছে। ফলে মানুষ বিশ্বাস করছে নির্বাচন দেবে শাসকগোষ্ঠী।

মাঠের হিসাবে এ মুহূর্তে লঙ্কার প্রধান দুই রাজনৈতিক দল পদুজানা পেরামুনা বা পিপলস ফ্রন্ট এবং জেভিপি বা জনতা বিমুক্তি পেরামুনা। কোনোটিই প্রেসিডেন্ট রনিলের দল নয়। তাঁর দল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি (ইউএনপি) দ্বিধাবিভক্ত। এর ছোট অংশ তাঁর পকেটে। এখনকার পার্লামেন্টে এই দলের সদস্য মাত্র তিনজন। ইউএনপির অপর বড় অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছেন সজিথ প্রেমাদাসা 'সঙ্গী জন বালাওয়েগায়া' নামে। বর্তমান পার্লামেন্টে ৫৯ আসন নিয়ে তাঁরা প্রধান বিরোধী দল। এ রকম অবস্থায় পার্লামেন্ট নির্বাচন আগে করে রনিল নিজের দলকে গুছিয়ে তারপর প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াতে চাইছেন। যদি তিনি আগে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন, তাহলে প্রচারকাজ চালানোর মতো দলীয় বড় কর্মী বাহিনী নেই তাঁর। লঙ্কার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিততে নিয়ম অনুযায়ী ৫০ শতাংশ ভোট পেতে হয়। পার্লামেন্টে সদস্য হওয়ার বেলায় ও রকম কড়াকড়ি নেই। আনুপাতিক ভোটের হিসাবে সেখানে ছোট দলও কিছু আসন পেয়ে যায়। ফলে রনিল শুরুতে পার্লামেন্ট নির্বাচনের ভেতর দিয়ে তাঁর দলকে মোটাতাজা করে নিতে চাইছেন। এমনকি এই নির্বাচনে রাজাপক্ষেদের পদুজানা পেরামুনা কিংবা জেভিপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও মন্ত্রিসভা গঠনকালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে রনিল ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন।

সাংবিধানিকভাবে প্রেসিডেন্টের সে ক্ষমতা আছে। তিনি পার্লামেন্ট ভেঙেও দিতে পারেন। গণতন্ত্রপন্থীরা প্রেসিডেন্টের এ রকম একচেটিয়া ক্ষমতার অবসান চাইছে বহুকাল। এর বাইরেও রাজনৈতিক সংস্কারের আরও বহু দাবি আছে মাঠে। একই মাঠে আছেন গণআন্দোলনকালে প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া রাজাপক্ষেরাও। বর্তমান পার্লামেন্টে রাজাপক্ষেদের দলের যে প্রাধান্য আছে, সেটি আগামীতেও তারা ধরে রাখতে চায়।

গত ১৫ ডিসেম্বর পদুজানা পেরামুনা দলের জাতীয় সম্মেলনে মাহিন্দা রাজাপক্ষেকে আবার দলের প্রধান নির্বাচন করা হয়েছে। এই দল যে তাদের ক্ষমতায় থাকাকালে দুর্নীতিতে মোটেও পিছু হটতে রাজি নয়, সেটিই বোঝা গেল এই সিদ্ধান্তে। এর মধ্যে তাদের 'প্রক্সি' রনিলের পরের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হওয়ার 'স্বপ্ন' সফল হতে হলে পার্লামেন্ট নির্বাচনে তাঁকেও প্রভাব বিস্তার করতে হবে। সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র রনিলের পাশে বেশ শক্তভাবে আছে। তবে এই প্রশাসন যতটা সিংহলি বর্ণবাদী, রনিল ততটা নন। সে জন্য প্রশাসন নির্বাচনকালে রনিলের চেয়েও কড়া জাতীয়তাবাদী কাউকে প্রত্যাশা করবে। তারা রনিলের সঙ্গে রাজাপক্ষেদের জোট করিয়ে দিতেও আগ্রহী। সে ক্ষেত্রে এই জোট রাজাপক্ষেদের কাউকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবং রনিলকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে জিতিয়ে আনতে সচেষ্ট হবে। দেশটির মধ্যবিত্ত সমাজ অবশ্য রাজাপক্ষেদের জাতিবাদী উগ্রতার বদলে অর্থনৈতিক চাপের সমাধান দিতে পারবে, এমন নেতৃত্ব চায়। শ্রীলঙ্কার দাপ্তরিক নামে 'ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক' শব্দগুলো আছে। কিন্তু দেশটি মোটেও সমাজতান্ত্রিক নয় এবং কতটা গণতান্ত্রিক, সেটিও ২০২২ সালের জনআন্দোলন দমনের ধরনে বোঝা গেছে। এসব কারণে লঙ্কার মানুষ 'পরিবর্তন' চাইছেন। কতটা তীব্রভাবে চাইছেন, তার সাক্ষ্য ২০২২ সালের আন্দোলন। নির্বাচনী রাজনীতি যে কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে পারবে না, সেটিও জানেন তাঁরা। ফলে আপাত চাওয়া হলো, পর্দার পেছন থেকে রাজাপক্ষেদের মদদে রনিল ও আমলাতন্ত্র যেভাবে দেশ চালাচ্ছে, তা থেকে বের হওয়া। কিন্তু নির্বাচনে জনগণই একমাত্র পক্ষ নয়। ভারত এবং চীনও গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ। এ রকম বিদেশি শক্তিগুলো দক্ষিণ এশিয়ার ছোট দেশগুলোর ব্যাপারে কতটা আগ্রহী, সেটি বাংলাদেশের মানুষের অজানা নেই। রাজাপক্ষে ও রনিলের রয়েছে ভালো আন্তর্জাতিক যোগাযোগ।

জানা অজানা

মকর পরবের সে আনন্দ ও উল্লাস নেই, সব কিছু যেন ঝিমিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে

সুনীল কুমার দে

মকর পরবের আগেকার দিনের মত সে আনন্দ ও উল্লাস নেই।সব কিছু যেন ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে যাচ্ছে।পুরানো সংস্কৃতি, পরম্পরা ও ধারা গুলো যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।মকর আসার এক মাস আগে থেকেই শুরু হয়ে যেত সাজ সাজ রব।নুতন জামা কাপড় কেনা কাটা,পিঠে পুলির জোগাড়, টুসু তৈরি,টুসু গানের আখড়া, গ্রামে গ্রামে ধমসা মাদল বাজানো,দল ঘাস কাটা,আঘিরা যোগাড় সব মিলিয়ে একটা আনন্দের মহল ও খুশির মহল ছিলো।এখন চুপ চাপ মকর পরব আসে ও চলে যায়।পিঠে পুলি ও নুতন জামা কাপড় ঠিকই হয় কিন্তু উৎসবের ইমেজ ও আনন্দ নেই।আজ খুব কম শোনা যায় টুসু গান ও মকরের কীর্তন।কোনো কোনো জায়গায় টিম টিম করছে।ঘরে ঘরে ঢেকি দ্বারা গুড়ি কুটার শব্দ আর শোনা যায় না।টুসু গান ও বাঁদর নাচ ও টুসু মেলা গুলো ও ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে।আধুনিক জীবন যাপন করতে গিয়ে মানুষ যেন নিঃসঙ্গ ও অসহায় হয়ে যাচ্ছে।জীবন থেকে খুশি, আনন্দ, প্রেম, ভালোবাসা ও আত্মীয়তা হারিয়ে যাচ্ছে।মানুষ আজ মোবাইল আর সিরিয়াল নিয়েই ব্যস্ত।কোথাও আসা যাওয়া ও মেলা মেশা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।ইংরেজি কালচারের দাপটে নিজেদের পুরানো সংস্কৃতি, পরম্পরা, ঐতিহ্য, পূজা, পার্বন,উৎসব, অনুষ্ঠান মানুষ ধীরে ধীরে ভুলতে বসেছে।মানুষ আজ আত্মকেন্দ্রিক ও গৃহ বন্দি।কেউ কারো কথা ভাবে না,কেউ কারো সাথে সম্বন্ধ রাখে না,কেউ কারো খবর নেয় না,কোথাও যায় না তাই আজ পরবের খুশি ও আনন্দ শেষ হয়ে যাচ্ছে।তাই এই মকর সংক্রান্তির শুভ অবসরে সবাই কে প্রীতি,শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে অনুরোধ করি আপনারা সবাই নিজেদের সংস্কৃতি, ধর্ম, পরম্পরা, ভাষা,পূজা,পার্বন গুলো কে ধরে রাখুন,বাঁচিয়ে রাখুন ও নুতন প্রজন্ম কে অবগত করান।কারণ, আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি,ধর্ম ,পরম্পরা, উৎসব ও পরব গুলো বেঁচে থাকলেই আমরাও বেঁচে থাকবো।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

পুরিয়ারা ঃ স্থানীয় ভিডিও অ্যালবাম শিল্পী আখ্যান যাত্রায় দর্শকের করবে মনোরঞ্জন

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ সরায়কেলা জেলার নিমডিহ ব্লকের পুরিয়ারা গ্রামে আখ্যান যাত্রার শুভ উপলক্ষে, কুন্দন কুমার, কণিকা কর্মকার এবং প্রশান্ত দাস এর দল ১৬ জানুয়ারি মা মঙ্গল চণ্ডী পূজা এবং মেলা কমিটি, পুরিয়ারা, জুগিলং এবং কদলা দ্বারা আযোজিত বিখ্যাত খেলাই চণ্ডী মেলায় নৃত্য গীত প্রস্তুত করবে। রাঢ় বাংলা ভিডিও অ্যালবামের বিখ্যাত অভিনেতা শৈলেন্দ্র, গ্ল্যামার কুইন অভিনেত্রী রিতু, গায়ক কুন্দন কুমার, গায়িকা কণিকা কর্মকার সহ এক ডজন শিল্পী গান, সংগীত ও নৃত্য দিয়ে দর্শকদের বিনোদিত করবেন। মেলা কমিটির সেক্রেটারি নিতাই গোপ জানান, মকর সংক্রান্তি ও আখ্যান যাত্রার পবিত্র অনুষ্ঠানে ঝাড়খণ্ড সহ পশ্চিমবঙ্গ থেকে হাজার হাজার ভক্ত পুরিয়ারা গ্রামে অবস্থিত মা মঙ্গল চণ্ডী মন্দিরে পৌঁছান। ভক্তদের মনোরঞ্জনের জন্য আধুনিক থিয়েটারের আযোজন করা হবে। নিতাই গোপ বলেন, পূজা পার্বণ উৎসব গ্রামীণ এলাকায় বিনোদনের প্রধান মাধ্যম। মেলা একটি উৎসব যা আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি একটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেখানে লোকেরা একত্রিত হয়, উদযাপন করে এবং বিনোদন উপভোগ করে। মেলায় বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা, বিনোদন ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। নিতাই গোপ বলেন, ধর্মীয় মেলায় স্বীকৃতি দিয়ে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়, যেখানে ভক্তরা এসে প্রার্থনা করেন। মেলা একটি সুন্দর এবং রঙিন অভিজ্ঞতা যাতে সব বয়সের মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারে। এটি মানুষকে একে অপরের সাথে দেখা করার, নতুন জিনিস কেনার এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য টিকে থাকার সুযোগ দেয়। এটি একটি সামাজিক প্ল্যাটফর্ম যা অনন্য বন্ধন তৈরি করে এবং আমাদের দেশের

বৈচিত্র্য এবং একতা অনুভব করে। উদযাপনের মাধ্যমে আমরা আমাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে লালন ও বিকাশের সুযোগ পাই। মেলার আযোজন আমাদের দেশের গতিশীলতা, সমৃদ্ধি ও সামাজিক কাঠামোর প্রতীক। মেলার মাধ্যমে আমরা শুধু বিনোদনই উপভোগ করি না বরং আমরা আমাদের ঐতিহ্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি গর্ব ও শ্রদ্ধা অনুভব করি।

হাজী আমিনুল ইসলামকে নগাঁও কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার মিঞা সাংসদ হবে বলে মন্তব্য এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমলের

মিঞা অসমের অন্যতম ভূমিপুত্র বলে আখ্যা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ধুবড়ি, নগাঁও এবং করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে এআইইউডিএফ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন দলটির সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল। তাছাড়া আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য নিজেকে ধুবড়ি কেন্দ্রের পুনরায় প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এবার নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের জন্য দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন আজমল। ধিং বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হাজী আমিনুল ইসলামকে নগাঁও কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার মিঞা সাংসদ হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। তাছাড়া মিঞা অসমের অন্যতম ভূমিপুত্র বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত লোকসভা নির্বাচনে মোট তিনটি কেন্দ্র অর্থাৎ ধুবড়ি, নগাঁও এবং করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে

এআইইউডিএফ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই ঘোষণার পর থেকে ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার অভিযান অব্যাহত রেখেছেন দলটির সভাপতি তথা এই কেন্দ্রের বর্তমান সাংসদ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল। একইভাবে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রেও দলের তরফে ব্যাপক প্রচার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে বরাক উপত্যকার সোনাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক করিমুদ্দিন বড়ভূঁইয়া এবং ধিং বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হাজী আমিনুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রে ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছেন। ছোট ছোট ঘরোয়া বৈঠকের পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিয়েছেন দুইজন বিধায়ক।

অবশেষে নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের জন্য দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল। নগাঁও জেলার সামুগুড়িতে আযোজিত বিশাল জনসভায় অংশ নিয়ে তিনি এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে বলেন ভারতবর্ষে প্রথমবার মিঞা সাংসদ হতে চলেছেন। হাজী আমিনুল ইসলামকে দলের প্রার্থী হিসেবে প্রক্ষেপ করে আজমল বলেন মিঞা রাজ্যের ভূমিপুত্র। ফল এবার একজন মিঞা সাংসদ হতে চলেছেন। নিজের ভাষনে কংগ্রেসের কঠোর ভাষা সমালোচনা করেছেন তিনি। এআইইউডিএফ সভাপতি বলেন কংগ্রেসের রকিবুল হোসেন, গৌরব গগৈর কোনও অস্তিত্ব নেই। নগাঁও লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কংগ্রেসের কোনও প্রার্থী নেই। রকিবুল হোসেন নিশ্চিত ভাবে পরাজিত হবেন। তাছাড়া সাংসদ গৌরব গগৈর কোনও পাত্তা নেই। তাছাড়া বর্তমান সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ সম্পূর্ণভাবে শেষ। ফলে উপরে আল্লাহর নাম এবং নিচে হাজী আমিনুল ইসলামের নাম বলে ঘোষণা করেন তিনি।

এআইইউডিএফ সভাপতি কংগ্রেসের সাংসদ প্রাক্তন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈর পুত্র বলে সম্বোধন করে গৌরব গগৈকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের ৫০ টি এলাকার নাম বলতে পারবেন না তিনি। এক্ষেত্রে গৌরব গগৈকে এই এলাকাগুলোর নাম বলার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তিনি। বদরুদ্দিন আজমল বলেন হাজী আমিনুল ইসলাম নগাঁও লোকসভা কেন্দ্রের ১০০ টি স্থানের নাম বলতে পারবেন। কারণ তিনি এই এলাকার স্থানীয় ব্যক্তি। তিনি যেহেতু স্থানীয় ব্যক্তি ফলে এই এলাকার নানা সমস্যা সম্পর্কে তিনি অবগত। বিশেষ করে ভাঙ্গন বন্যা ইত্যাদি সমস্যার জর্জরিত স্থানীয় এলাকার দুঃখ দুর্দশা বিষয় তিনি সবকিছু জানেন বলে উল্লেখ করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি।

একই সঙ্গে তিনি অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরার কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। একই সঙ্গে বদরুদ্দিন আজমল কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরাকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস শূন্য পাওয়ার পর নিজের মুখ লজ্জায় ঢেকে ভূপেন বরার পদত্যাগ করা উচিত। তিনি কংগ্রেসের সভাপতি মুখে বড় বড় কথা বলেন। রাহুল গান্ধী রাজ্যে এলে তিনি গুলি খেতে প্রস্তুত বলে মন্তব্য করেছেন। অথচ ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে একটি আসনও দখল করতে সক্ষম হননি তিনি। এক্ষেত্রে কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। ফলে ভূপেন বরার পদত্যাগ করা উচিত, লজ্জায় তার দল পরিত্যাগ করা উচিত। তাছাড়া রাহুল গান্ধী আসার পর তাকে এমনিতেই সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

নিজের ভাষনে এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল নেলির গণহত্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তৎকালীন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। তবে শুধুমাত্র ইন্দিরা গান্ধী নন, তার নাতি রাহুল গান্ধীকেও বেশ কিছু প্রশ্ন করেছেন আজমল। তিনি বলেন নেলিতে যে গণহত্যার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সেটা চার ঘণ্টার মধ্যে হয়েছিল। অর্থাৎ চার ঘণ্টার মধ্যে ১০ হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল। সে সময় ইন্দিরা গান্ধী এসেছিলেন তিনি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন তারা যেন কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেন। এর বদলে প্রত্যেক জনের জন্য আর্মির তরফে বন্দুক ধারী একজনকে সিপাহী দেওয়া হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই বন্দুকধারী সিপাহী আসেনি। অবশেষে ১০ হাজার মুসলমানকে সেই সময় হত্যা করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেন তিনি।

রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রাকে শুধুমাত্র এক চমক বলে আখ্যা দিয়েছেন বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন রাহুল গান্ধী রাজ্যে আসবেন, চমক দেবেন এবং ফিরে যাবেন। তবে সাধারণ জনতা রাহুল গান্ধীকে কোনদিনও ভোট দেবেন না বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন তিনি। অর্থাৎ রাহুল গান্ধীর এই সফরে কংগ্রেসের কোনও লাভ হবে না। কংগ্রেস কি আদৌ কোনও ব্যাক্তি ভোট দেবেন না। স্বাভাবিকভাবে রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা শুধুমাত্র চমকৃষ্টিকারী কার্যসূচি বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি বদরুদ্দিন আজমল।

লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা অপূর্ব ভট্টাচার্যের পদত্যাগ

যেখানে মর্যাদা নেই সেই স্থান ত্যাগ করা উচিত বলে প্রবাদ রয়েছে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কংগ্রেসের প্রতি এক মোক্ষম আঘাত। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র অপূর্ব ভট্টাচার্য দল ত্যাগ করেছেন। অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিতে থাকা অপূর্ব ভট্টাচার্য অসম প্রদেশ কংগ্রেসে মোট ১১ বছর কাটিয়েছেন। তবে যেখানে মর্যাদা নেই সেই স্থান ত্যাগ করা উচিত এই প্রবাদ মেনে অবশেষে কংগ্রেসের যাবতীয় পদত্যাগ করার পাশাপাশি কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য পদ ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত কংগ্রেস থেকে বহু নেতা ইতিমধ্যে দল ত্যাগ করবেন বলে রাজনৈতিক মহলে দীর্ঘদিন ধরে চর্চা অব্যাহত রয়েছে। মূলত আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই দল ত্যাগ করা প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এই ধারা অব্যাহত রেখে কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন নেতা দল ত্যাগ করবেন বলে খবর ছড়িয়ে গেছিল। এরমধ্যে অসম গণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তথা মন্ত্রী কেশব মহন্ত কোনও ধরনের নাম উল্লেখ না করে বলেছিলেন কংগ্রেসের একাংশ নেতা দল ত্যাগ করে অগপ দলে যোগদান করতে চলেছেন। তবে এর মধ্যে বিশেষ করে একজন নেতা দলের গুরুত্বপূর্ণ পদবীতে রয়েছেন এবং অত্যন্ত জ্যেষ্ঠ দলীয় নেতা অসম গণ পরিষদে আসতে চলেছেন। তবে মন্ত্রী কেশব মহন্ত নাম উল্লেখ না করলেও অগপ সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বরা অপূর্ব ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করে বলেছিলেন তিনি অতি শীঘ্র কংগ্রেস দল ত্যাগ করে অসম গণপরিষদে যোগদান করবেন। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে দলীয় সভাপতি ভূপেন বরা বলেছেন যে যাবার সে যাবে, যে আসার সে আসবে। এই প্রক্রিয়া অহরহ অব্যাহত থাকবে বলে উল্লেখ করেছিলেন তিনি।

অবশেষে কংগ্রেস মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনে উপস্থিত হয়ে সভাপতির উদ্দেশ্যে লিখিতভাবে নিজের পদত্যাগ পত্র জমা করে এসেছেন দলীয় নেতা অপূর্ব ভট্টাচার্য। এরপর মহানগরে শনিবার আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে ভট্টাচার্য বলেন ২০১৩ সালের পর থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বহু নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থীদের আবেদন জানিয়ে ছিলেন তিনি। কিন্তু প্রতিবার কংগ্রেস তাকে এক্ষেত্রে বঞ্চিত করে আসছে। ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯ এবং ২০২১ সালে তিনি দলের প্রার্থীত্ব চেয়েছিলেন। কিন্তু দল সেটা দেয়নি। এরপরেও দলের

শীর্ষ নেতাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি তিনি আস্থার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিটি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তিনি অনবরতভাবে দলের প্রতিটি খবর প্রচার মাধ্যমকে দায়িত্ব সহকারে জানিয়েছেন। সংবাদ মাধ্যমে প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন তিনি। দলটির তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের যাতে মনবল হ্রাস না হয় সেক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট প্রয়াস করেছেন।

অপূর্ব ভট্টাচার্য বলেন গত ৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে স্থানীয় জেলার দলটির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ডিমা হাসাও জেলায় প্রায় একমাস ধরে দলের স্বার্থে কাজ করেছেন তিনি। দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যে পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রযোজনীয়তা থাকে সবটুকুই করেছিলেন তিনি। কিন্তু ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে দলীয় সভাপতি ছাড়া কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা তথা দিল্লির নেতারা যেভাবে নির্বাচনে জড়িত হওয়া উচিত ছিল সেভাবে হননি। অন্যদিকে নিষ্ঠা সহকারে দলের জন্য কাজ করার পর উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে কংগ্রেসের নীতি নির্ধারক সম্পর্কীয় সমিতি গুলো থেকে তাকে পৃথক করে রাখার এক কৌশল আরম্ভ হয়েছিল। তখনই অপূর্ব ভট্টাচার্য মনস্থির করে ফেলেছিলেন যে কংগ্রেস ছেড়ে দেবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাকে। সেই হিসেবে তিনি লিখিতভাবে দলের প্রতিটি পদ ছেড়ে দেওয়ার পাশাপাশি কংগ্রেসের সদস্য পদ পর্যন্ত ত্যাগ করেছেন। প্রবাদ রয়েছে যেখানে মর্যাদা নেই সেই স্থান ত্যাগ করা উচিত। সেই হিসেবে তিনি কংগ্রেস দল ত্যাগ করেছেন বলে ঘোষণা করেন অপূর্ব ভট্টাচার্য।

টুকরো খবর

চান্ডিল ঃ ভগবান শ্রী রাম ললার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পবিত্র দিন ২২শে জানুয়ারীতে অনেক জমকালো সমারোহ হবে

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ রবিবার বিবেকানন্দ সেন্টার চান্ডিলে নিমডিহ, চান্ডিল, ইচাগড় এবং কুকরু ব্লক এলাকার রাম ভক্তদের একটি সভার আযোজন করা হয়। সভায়, শ্রী রাম ললার প্রাণ প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্যে শ্রী শ্রী ১০৮ খেলই চণ্ডী বজরং দল আখড়া, সিংভূম কলেজ, চান্ডিল মোড়ে একটি জমকালো অনুষ্ঠানের আযোজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত হবন পূজন, দুপুর ২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত চান্ডিল বাজারে বিশাল শোভাযাত্রা, সন্ধ্যা ৬টায় বিবেকানন্দ সেঃটার প্রাঙ্গণে মহা আরতি, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে কলকাতার শিল্পীদের রামায়ণ ভিত্তিক নৃত্য নাটক ও মহা ভাণ্ডারা সন্ধ্যা ৬টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আযোজন করা হবে। সেই পবিত্র দিনে চান্ডিল মহকুমা এলাকার সমস্ত মন্দিরে প্রদীপ জ্বালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ উপলক্ষে বক্তারা বলেন, বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় ২২ জানুয়ারির তারিখ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তারা বলেন, সাড়ে পাঁচশ বছর আগে থেকে সারা বিশ্বের হিন্দুরা এই মহান পবিত্র দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বক্তারা বলেন, রাম মন্দির নির্মাণের জন্য ৭৭ বার যুদ্ধ হয়েছে। তার পর সাফল্য লাভ হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চান্ডিল এর ইনচার্জ প্রভারি প্রমুখ রামকৃষ্ণ মাহাতো, মুখিয়া মঙ্গল সিং সর্দার, মুখিয়া প্রতিনিধি বনু সিং, রাকেশ বর্মা, মনোজ সিং, আশিস কুন্ডু, আকাশ দাস, অনিতা পরিত, প্রকাশ সতপতী, পাপ্পু বর্মা, ডাঃ চন্দ্র মোহন গোরাই, সনাতন গোরাই প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসন ক্রিকেট টিম এবং সাংবাদিক ক্রিকেট টিমের বন্ধুত্ব পূর্ণ ম্যাচ খেলা হল ট্রেনিজ হস্টেল এর মাঠে রবিবার

বোকারো (সংবাদদাতা) ঃ রবিবার ট্রেনিজ হস্টেল এর মাঠে জেলা প্রশাসন দল এবং সাংবাদিক দলের বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেট খেলা হল , এই খেলা ঘিরে বেশ উত্তেজনা তৈরী হয়েছিল দু দলের মধ্যে । দু দিন আগে থেকে দল তৈরি নিয়ে বেশ চিন্তা ভাবনা চলছিল, অবশেষে রবিবার দারুণ ঠান্ডার মধ্যে বেলা দশটার সময় সাংবাদিক ক্রিকেট দল এবং জেলা প্রশাসন ক্রিকেট দল মাঠে জার্সি পরে প্র্যাক্টিস করতে নেমে পড়েছিল । বেলা ১১টা নাগাদ টস হয় , জেলা প্রশাসন টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তারা ৪ উইকেট হারিয়ে ১৪ ওভারে ১২১ রান করে। এস আই মণিশ কুমার ৫৫ রান করেন এবং সাংবাদিক দলের হয়ে রাজেশ কুমার ৪ ওভারে ২১ রান দিয়ে ৩ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে সাংবাদিক ক্রিকেট দল মাত্র ৯০ রান করে অল আউট হয়ে যায়, ফলে ৩১ রানের ব্যবধানে জয়ী হয় জেলা প্রশাসন ক্রিকেট দল । জেলা প্রশাসন দলের হয়ে খেলেন ডি এস পি কূলদীপ কুমার, ডিএস পি রোহিত রাজয়ার,মণীশ কুমার, অমিত রৌশন , অনিল কাচ্ছপ,সুমিত টিরকে, বিজয় রাজয়ার, প্রবীন কুমার, প্রভীন স্যার, সহ অন্যান্য এবং সাংবাদিক দলের হয়ে খেলেন নীরজ সিংহ সঞ্জীব কুমার, লছমী নারায়ণ ,রাজেশ কুমার , অনিল চৌধরী,বিবেক ঝা, চুভন কুমার, হিমাংশু কুমার, বিজয় সিঙ্ঘ,দীপেন্দ্র প্রভঞ্জন সহ অন্যান্য ।ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ হন মণিশ কুমার এবং বেষ্ট বোলার হিসেবে নির্বাচিত করা হয় রাজেশ কুমার কে। বোকারো জেলা ক্রিকেট দলের কর্মকর্তা রাজেশ্বর কুমার পুরস্কার বিতরণ করেন। এই বন্ধুত্বপূর্ণ ম্যাচের পর দুপুরের খাবার খাওয়ান হয় দু দলের সদস্যদের।

মায়ের স্মরণে কম্বল ও কাপড় বিতরণ করলেন বিজেপি নেতা মধুসূদন গোরাই

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ সরায়কেলা চান্ডিল ব্লকের তামোলিয়ায়, বিজেপির সরায়কেলা জেলা মহামন্ত্রী মধুসূদন গোরাই মকর সংক্রান্তির উপলক্ষ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে কম্বল এবং কাপড় বিতরণ করলেন। এখানে প্রায় ৫ শতাধিক অসহায় বয়স্ক, মহিলা ও মেয়েকে কম্বল ও শাড়ি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ফাদলোগোড়া কালী মন্দিরের মহন্ত বিদ্যানন্দ সরস্বতী। এ সময় বিজেপির জেলা মহামন্ত্রী মধুসূদন গোরাই জানান, তার মা প্রয়াত মীরা গোরাইয়ের স্মরণে তামোলিয়ার অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল ও শাড়ি বিতরণ করা হয় এবং মহিলাদের মধ্যে শাড়ি বিতরণ করা হয়। তিনি বলেন, মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে নতুন পোশাক পরিধান করে পূজা অর্চনা ও উৎসব পালনের রীতি থাকলেও সমাজের অনেক অসহায় মানুষ নতুন পোশাকের ব্যবস্থা করতে পারছেন না। একইভাবে অভাবী ও অসহায় মানুষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। তিনি জানান, মায়ের অনুপ্রেরণায় তিনি গরিব মানুষের সেবা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অনঙ্গ গোরাই, মধুমিতা গোরাই, বঙ্কিম গোরাই, কৃষ্ণ মাহাতো, ধনঞ্জয় মাহাতো, ভানুমতি দেবী, মিষ্টি, সৃষ্টি প্রমুখ।

পাকিস্তানের ছক্কার রাজা রিজওয়ান, কোন দলে কে

লন্ডন ঃ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে আজ মোহাম্মদ রিজওয়ান মেরেছেন একটি ছক্কা। হ্যামিল্টনে টিম সাউদিকে মারা সে ছক্কা দিয়েই রেকর্ডটা হয়ে গেছে পাকিস্তানের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানের। মোহাম্মদ হাফিজকে (৭৬) টপকে পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ছক্কার মালিক এখন তিনি। টি টোয়েন্টিতে ছক্কার দিক থেকে বাকি দেশগুলোর কী অবস্থা, দেখে নেওয়া যাক সেটি

১৮২ ঃ টি টোয়েন্টিতে সব মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ডটি ভারতের রোহিত শর্মার। দুইয়ে আছেন নিউজিল্যান্ডের মার্টিন গাপটিল। স্বাভাবিকভাবেই এই দুজন নিজ দেশের হয়ে সর্বোচ্চ ছক্কার মালিক। এমনিতে ক্যারিয়ারে কমপক্ষে ১০০টি ছক্কা মেরেছেন ১৬ জন ব্যাটসম্যান।

একাধিক ব্যাটসম্যান আছেন ৫টি দেশের ওয়েস্ট ইন্ডিজ (ক্রিস গেইল, এভিন লুইস, নিকোলাস পুরান), অস্ট্রেলিয়া (অ্যারন ফিঞ্চ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ডেভিড ওয়ার্নার), ভারত (রোহিত, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব), ইংল্যান্ড (জস বাটলার, এউইন মরগান) ও নিউজিল্যান্ডের (মার্টিন গাপটিল ও কলিন মানরো)।

এখন পর্যন্ত ১০০টি ছক্কা মারতে পারেননি (আইসিসির পূর্ণ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে) জিম্বাবুয়ে, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যান। সহযোগী দেশগুলোর মধ্যে ১০০টি ছক্কা মারা একমাত্র ব্যাটসম্যান সংযুক্ত আরব আমিরাতের মোহাম্মদ ওয়াসিম (১০৩)। ওয়াসিম একটি দিক দিয়ে সবার চেয়ে এগিয়েও। কমপক্ষে ১০০ ছক্কা মেরেছেন, এমন ব্যাটসম্যানদের তালিকায় সবচেয়ে কম ইনিংস খেলেছেন তিনিই ৪৪টি।

বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ছক্কা মাহমুদউল্লাহর। আইসিসির পূর্ণ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ছক্কার দিক দিয়ে সবার নিচে বাংলাদেশই। মাহমুদউল্লাহ ছাড়া ছক্কার ফিফটি আছে বাংলাদেশের আর দুজনের লিটন দাস ও সাকিব আল হাসান।

বাংলাদেশের টি টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ছক্কা

ব্যাটসম্যান	ছক্কা	ইনিংস
মাহমুদউল্লাহ	৬৪	১১৩
লিটন দাস	৫১	৭৩
সাকিব আল হাসান	৫০	১১৬
সৌম্য সরকার	৪৭	৭৪
তামিম ইকবাল	৪৪	৭৪

১৩৪৮ ঃ টি টোয়েন্টিতে কোনো দেশের সর্বোচ্চ ছক্কার তালিকায় সবার ওপরে কারা, সেটি অনুমান করা এমন কঠিন কোনো কাজ নয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন পর্যন্ত খেলেছে ১৮৯টি ম্যাচ, তাতে সবচেয়ে বেশি ১৩৪৮টি ছক্কা তাদেরই। এখানেও সবচেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ।

১২৭২ ঃ আইসিসির পূর্ণ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ ছক্কা হয়েছে ভারতের বিপক্ষে। সবচেয়ে কম ৫১৮টি ছক্কা হয়েছে আফগানিস্তানের বিপক্ষে, অবশ্য তারা ম্যাচও খেলেছে সবচেয়ে কম। বাংলাদেশের অবস্থান এখানে ৯ নম্বরে। ১৫৮টি ম্যাচে তাদের বিপক্ষে ছক্কা হয়েছে ৮২৪টি।

কার বিপক্ষে কত ছক্কা

প্রতিপক্ষ	ছক্কা	ম্যাচ
ভারত	১২৭২	২১৭
নিউজিল্যান্ড	১১১৬	২০৫
ইংল্যান্ড	১০৯৬	১৮২
পাকিস্তান	১০০২	২২৮
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৯৯০	১৮৯
দক্ষিণ আফ্রিকা	৯৮২	১৭৩
অস্ট্রেলিয়া	৯১৮	১৮২
শ্রীলঙ্কা	৮২৮	১৮০
বাংলাদেশ	৮২৪	১৫৮
আয়ারল্যান্ড	৭২৪	১৫৭
জিম্বাবুয়ে	৬৩৭	১৩৭
আফগানিস্তান	৫১৮	১২২

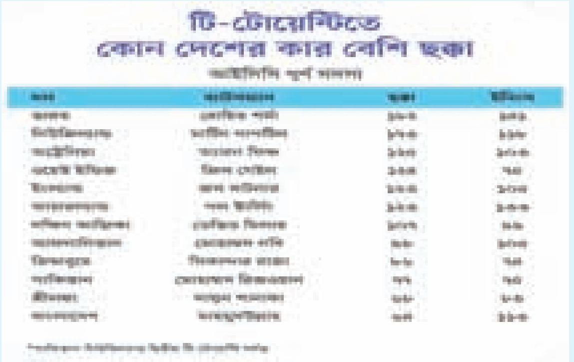
টি-টোয়েন্টিতে
কোন দেশের কার বেশি ছক্কা

যে ছক্কা মারতে লেগেছিল ২১ বছর

কলকাতা (উৎপল শুভ্র) ঃ টি টোয়েন্টি ক্রিকেট ছক্কাকে বড় সস্তা বানিয়ে ফেলেছে। ছক্কা মারা এখন আর বড় কোনো ব্যাপার নয়। না মারতে পারাই বরং আলোচনার বিষয়। বল কত দূরে পড়ল, সেই দূরত্ব নিয়ে এখন ছক্কার মাহাত্ম্য বোঝানো হয়। টি টোয়েন্টির এই প্রভাব ওয়ানডেতে তো পড়বেই, পড়েছে টেস্টেও। ছক্কাময় এই সময়ে তাই কাউকে বিশ্বাস করানোই কঠিন যে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম ছক্কা দেখতে অপেক্ষা করতে হয়েছে ২১ বছর। ম্যাচের হিসাবে ৫৫ নম্বর টেস্ট পর্যন্ত।

এর আগে একজন ব্যাটসম্যানের এক শটে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি ছিল ৫ রান। হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। ৫ রানই। ১৮৭৭ সালে মেলবোর্নে টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম বলটি খেলেছেন যে ব্যাটসম্যান, প্রথম 'পাঁচ'টিও মেরেছেন সেই চার্লস ব্যানারম্যানই।

আর প্রথম ছক্কা? ৫৫তম টেস্টে এসে মেরেছেন তা অস্ট্রেলিয়ারই জো ডার্লিং। প্রথম চারটি কে মেরেছিলেন, সুনির্দিষ্টভাবে তা জানা না গেলেও সেটি ব্যানারম্যানই হবেন বলে অনুমান করা যায়। তা ক্রিকেট আইন চার পাঁচ ছয় থেকে শুধু চার ছয়ে আসার গল্পটা কী? তা বলার আগে আপনার মনে যে প্রশ্নটা জেগে উঠেছে, সেটির উত্তর দিয়ে নেওয়া ভালো। ক্রিকেটে চার ছয় মারা যায়, এটা তো সবারই জানা। 'পাঁচ' মারে কীভাবে?

একসময় মারা যেত। বল মাটি না ছুঁয়ে বাউন্ডারি সীমানার ওপারে পড়লেই ছয়...বর্তমান এই আইন তো সর্বজনগ্রাহ্য স্বীকৃতি পেয়েছে ১৯১০ সালে, টেস্ট ক্রিকেট শুরু হওয়ার ৩৩ বছর পর! টেস্ট ক্রিকেটের শুরুতে চার পাঁচ ছয় সবই মারতে পারতেন কোনো ব্যাটসম্যান। যদিও 'পাঁচ' মারার ব্যাপারটা ছিল শুধু অস্ট্রেলিয়াতেই সীমাবদ্ধ।

অস্ট্রেলিয়ায় বল শুধু সীমানার ওপারে গেলে ব্যাটসম্যান পেতেন 'পাঁচ', একেবারে স্টেডিয়ামের বাইরে উড়ে গেলে ছয়। ইংল্যান্ডে ছিল অন্য নিয়ম। সেখানে এক শটে 'পাঁচ' রান নেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। বল মাঠের বাইরে না গেলে ৪ রানের বেশি পেতেন না ব্যাটসম্যান, ৫ রানের সান্ত্বনাও নয়। ১৮৯৯ সালে সফরকারী অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে এমসিসির অ্যালবার্ট ট্রটের যে বিগ হিটটি লর্ডস মাঠে সবচেয়ে 'বড়' বলে স্বীকৃত, তাতে বল প্যাভিলিয়নের ছাদে ড্রপ খেয়ে মাঠের পাশের টেনিস কোর্টে পড়ার পরও ট্রট ৪ রানই পেয়েছিলেন। বল যে সরাসরি মাঠের বাইরে গিয়ে পড়েনি।

অস্ট্রেলিয়ায় বল শুধু সীমানার ওপারে গেলে ব্যাটসম্যান পেতেন 'পাঁচ', মাঠের বাইরে গেলে ছয়। ইংল্যান্ডে ছিল অন্য নিয়ম। সেখানে এক শটে 'পাঁচ' রান নেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। বল মাঠের বাইরে না গেলে ৪ রানের বেশি পেতেন না ব্যাটসম্যান, ৫ রানের সান্ত্বনাও নয়।

বল উড়ে গিয়ে বাউন্ডারি সীমানার বাইরে পড়লেই ছয়...অস্ট্রেলিয়ায় অবশ্য ১৯০৪-০৫ মৌসুমেই চালু হয়ে যায় এই নিয়ম। ৫ রান হলে ব্যাটসম্যান আর স্ট্রাইকিং প্রান্তে থাকতে পারেন না, কারণ ছিল এটাই। ১৯০৫ সালের ইংল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক জো ডার্লিং (যাঁর ব্যাট থেকে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম ছক্কা) টেস্ট সিরিজের বাইরে অন্য ম্যাচগুলোতে এই নিয়ম অনুসরণ করার জন্য ইংলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেক দেনদরবার করেও সফল হতে পারেননি। ১৯১০ সালে কাউয়িট ক্রিকেটের উপদেষ্টা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত হওয়ার আগপর্যন্ত ইংল্যান্ডে ছক্কা মারতে বল মাঠের বাইরেই পাঠাতে হতো। ছক্কার নিয়ম পরিবর্তনেও তাই জো ডার্লিংয়ের ভূমিকা আছে। অবদান আছে ক্রিকেটে আরেকটি সংযোজনেও। এখন যে বোলারদের রানআপের জায়গাটায় কোনো সমস্যা থাকলে মাঠকর্মীদের কাঠের গুঁড়া ছড়াতে দেখেন, আগে এটা নিয়মসিদ্ধ ছিল না। চিন্তাটা জো ডার্লিংয়ের মাথা থেকেই আসে এবং তিনি তা পাসও করান।

টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম ছক্কা তো তাঁকে অমর করে রেখেছেই, আরও অনেক ক্রিকেটীয় কীর্তির কারণেও স্মরণীয় হয়ে আছেন জো ডার্লিং। টেস্টে সেঞ্চুরি করা প্রথম বাঁহাতি ব্যাটসম্যান তিনি। এক সিরিজে ৩টি সেঞ্চুরি করার প্রথম কীর্তিও তাঁর, প্রথম ৫০০ রান করারও (দুটিই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৮৯৭-৯৮ সিরিজে)। সেই সিরিজেই অ্যাডিলেডে টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম ছক্কাটি মারেন ডার্লিং। অর্থাৎ বল পাঠিয়ে দেন মাঠের বাইরে। সেটিও তিন তিনবার। এর প্রথমটি মেরেই পূর্ণ করেছিলেন নিজের সেঞ্চুরি।

৩৪ টেস্টে ২৮.৫৬ গড়ে ১৬৫৭ রান...এই পরিসংখ্যান ডার্লিংয়ের ব্যাটিং সামর্থ্যের পুরো প্রতিফলক নয়। তবে অধিনায়কত্বের রেকর্ডে ঠিকই মূর্ত নেতৃত্বগুণ। ২১টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়ে হেরেছেন মাত্র ৪টিতে। তিনটি অ্যাশেজ জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯০২ সালে তাঁর নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া সর্বকালের সেরা দল নিয়ে আলোচনাতেও আসে। ১৯০৫ সালে ক্যারিয়ারের শেষ সিরিজটিতে হেরে যাওয়ায় অধিনায়কত্বের ক্যারিয়ারের শেষটা অবশ্য সুখকর হয়নি।

সেই সিরিজেই ডার্লিংকে নিয়ে মজার একটা ঘটনা আছে। সেবার ইংল্যান্ডের অধিনায়ক স্ট্যানলি জ্যাকসন, পরে যিনি ব্রিটিশ শাসিত বাংলার গভর্নর হয়েছিলেন। তো কাকতালীয়ভাবে দুই অধিনায়ক ডার্লিং জ্যাকসন দুজনেরই জন্ম হয়েছিল একই দিনে। মজার ঘটনা এটা নয়। সেই সিরিজের পাঁচটি টেস্টেই টসে হারার পর সফরের শেষে স্কারবরোতে একটি প্রদর্শনী ম্যাচের আগে ডার্লিং কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে জ্যাকসনকে গিয়ে বলেন, 'আর টস করতে রাজি নই। টসের বদলে কুস্তি হবে।'

কুস্তি করতে খুব পছন্দ করতেন জো ডার্লিং। তাতে বেশ পারদর্শীও ছিলেন। সেই সময়ে অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেটের রীতি অনুযায়ী দলে নতুন আসা কাউকে দলের সবচেয়ে শক্তিমান কারও সঙ্গে খালি গায়ে কুস্তি করতে হতো। খালি গায়ে লিখেছি বটে, তবে বইপত্রে 'নেকেড' শব্দটাই পাচ্ছি। কাজেই ওই কুস্তির সময় শুধু উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত থাকত, নাকি পুরোই বিবস্ত্র হতে হতো এ ব্যাপারে ঠিক নিশ্চিত হতে পারছি না। যাই হোক, জো ডার্লিংয়ের দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলে অভিষেকের সময় তাঁকে কুস্তির চ্যালেঞ্জ জানান ফাস্ট বোলার আর্নি জোনস। জোনস উচ্চতায় ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি, ফাস্ট বোলাররা যেমন শক্তপোক্ত হন, ঠিক তেমনই। তারপরও সবাইকে অবাক করে দিয়ে মাত্র ৫ ফুট ৮ ইঞ্চির ডার্লিং তাতে জিতে যান।

কুস্তিগীর হিসেবে জো ডার্লিংয়ের প্রবল আত্মবিশ্বাসই হয়তো স্ট্যানলি জ্যাকসনকে টসের বদলে কুস্তিতে আমন্ত্রণ জানানোর কারণ। জ্যাকসনের ঘটনা ছিল উল্টো। যে কারণে তিনি পাশে দাঁড়ানো অলরাউন্ডার জর্জ হার্স্টকে দেখিয়ে বলেন, 'এই ম্যাচে তো ও আমাদের অধিনায়ক!' ইয়া লম্বাচওড়া হার্স্টের দিকে একবার তাকিয়ে ডার্লিং বলেন, 'ক্রিকেট খেলায় কুস্তিটুস্তির কী দরকার! প্রথাগত টসই হোক।' তাই হয় এবং টসে আবার হারেন ডার্লিং!

তা হঠাৎ করে আজ টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম ছক্কা নিয়ে পড়ার কারণ কী? কারণ তো আছেই। ১৮৯৮ সালের ১৪ জানুয়ারি, অর্থাৎ আজকের এই দিনেই জো ডার্লিংয়ের ওই 'প্রথম'-এর কীর্তি।

হার্ট অ্যাটাকের যে লক্ষণগুলো কখনও এড়িয়ে যাবেন না

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ হার্ট বা হৃদযন্ত্রের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য হার্টে পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ দরকার হয়। হার্টে রক্ত সরবরাহকারী রক্তনালী যদি বন্ধ হয়ে যায় এবং এর ফলে যদি রক্ত হার্টে পৌঁছাতে না পারে, তাহলে হার্টের মাংসপেশিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছাতে পারে না। আর তখনই হয় হার্ট অ্যাটাক।

কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হিমেল সাহা বলেন, হার্ট অ্যাটাকের কিছু উপসর্গ রয়েছে যেগুলো দেখা দিলে সময় মতো চিকিৎসা না পেলে যে কারও মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

হার্ট অ্যাটাক হওয়ার জন্য আগে থেকেই অসুস্থ থাকাটা জরুরি নয়। বরং আপাত দৃষ্টিতে সুস্থ মানুষেরও হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে, হাসপাতালে যেতে দেরি হতে পারে। ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে।

অস্ট্রেলিয়ার হার্ট ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, ব্যক্তিভেদে হার্ট অ্যাটাকের উপসর্গ ভিন্ন হয়। অনেকের ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাকের ক্লাসিক বা চিরাচরিত যে উপসর্গ অর্থাৎ বুকে ব্যথা, সেটি নাও থাকতে পারে।

অনেকের ক্ষেত্রে মাত্র একটি উপসর্গ থাকতে পারে, আবার অনেকের ক্ষেত্রে একাধিক উপসর্গও থাকে।

সংস্থাটির তথ্য বলছে, অনেক সময় হার্ট অ্যাটাকের কোনও সতর্কতামূলক উপসর্গ থাকে না। তবে আপনার চিকিৎসক পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন যে, আপনার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। একে বলা হয়, সাইলেন্ট হার্ট অ্যাটাক।

সংস্থাটি সতর্ক করে বলছে যে, হার্ট অ্যাটাকের উপসর্গ যদি আপনার দেখা দেয়, তাহলে দেরী না করে হাসপাতাল বা চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। কারণ এই রোগে জীবন বাঁচাতে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান হতে পারে।

হার্ট অ্যাটাকের কিছু লক্ষণ রয়েছে যেগুলো দেখা দিলে দেরি না করে দ্রুত হাসপাতালের জরুরি বিভাগে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। এসব লক্ষণগুলো হচ্ছে

১. বুকের মাঝ বরাবর ব্যথা

বিএসএমএমইউ এর কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হিমেল সাহা বলেন, হার্ট অ্যাটাকের প্রথম উপসর্গই হচ্ছে বুকে ব্যথা।

বুকের ডান বা বাম পাশে ব্যথা হবে না। একেবারে বুকের মাঝ বরাবর ব্যথা হবে।

একে 'সেন্ট্রাল চেস্ট পেইন' বলে থাকেন চিকিৎসকরা। এই ব্যথা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। ব্যথার তীব্রতা কেমন হবে তা

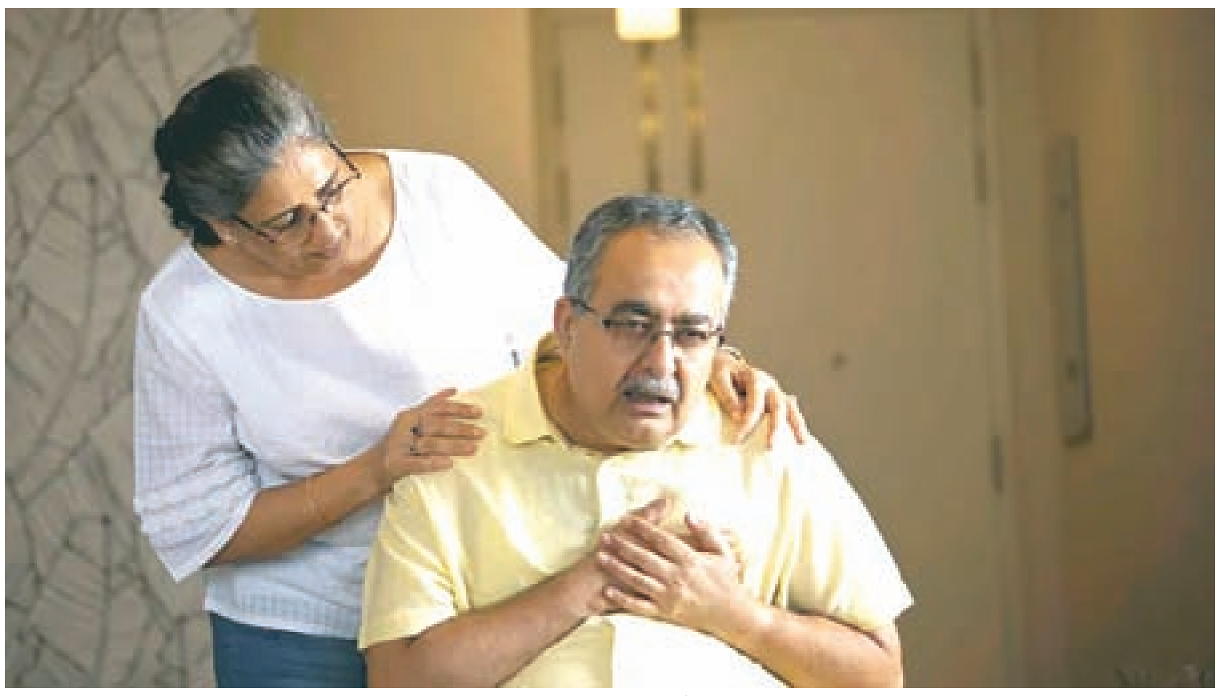

বর্ণনা করতে গিয়ে মি. সাহা বলেন, মনে হবে যেন বুকের মধ্যে ছুরি চালাচ্ছে বা বুকের মধ্যে হাতি পাড়া দিচ্ছে এবং বুকের হাড় ভেঙ্গে যাচ্ছে।

এটাকে হার্ট অ্যাটাকের একদম আগের ঘটনা বলে বর্ণনা করেন তিনি। সাথে বুক ধড়ফড় বা প্যালপিটিশন থাকবে।

ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, বুকে তীব্র ব্যথার সাথে সাথে যদি চরম অস্বস্তিবোধ থাকে তাহলে দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

২. হাত ও ঘাড় ব্যথা

ডা. হিমেল সাহা বলেন, বুকের ব্যথা একসময় বাম হাত ও ঘাড়ের দিকে ছড়িয়ে পড়বে। যাকে বলা হয় 'ব্যথাটা রেডিয়েট' করা।

তিনি বলেন, ব্যথা ঘাড়ে ছড়িয়ে পড়লে মনে হবে যেন গলার মাংসপেশি কেউ চেপে ধরছে।

যাদের ডায়াবেটিস থাকে তাদের ব্যথা বোঝার ক্ষমতাটা কম থাকে। যার কারণে তাদের অনেক সময় বড় ধরণের হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেলেও তারা টের পায় না। যাদের দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আরো বিপদ, বলেন ডা. হিমেল সাহা।

ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশনের অধ্যাপক ডেভিড নিউবি বলেন, যদি আপনার বাম হাতে ব্যথা নিচের দিকে নামতে থাকে এবং সেই সাথে গলায় চেপে ধরা ভাব থাকে তাহলে সেটি হার্টের সমস্যার লক্ষণ।

এই ব্যথা যদি চলে না যায়, আর এর আগে যদি হার্টের কোনও ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে দেরি না করে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

তার মতে, যদি গলায় কোনও কিছু আটকে থাকার অনুভূতি হয়, সেই সাথে গলা ধরে আসে, কোনও কিছু গিলতে সমস্যা হয়, ব্যথা অনুভূত হয় তাহলে সেটি হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ।

এছাড়া যদি চোয়াল ও পিঠেও ব্যথা অনুভব হয়, তাহলে সেটি হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ হতে পারে। নারীদের মধ্যে এই উপসর্গ বেশি দেখা দেয়।

৩. পেটে তীব্র ব্যথা

বুকের প্রচণ্ড ব্যথা অনেক সময় পেটে ছড়িয়ে পড়ে। এই ব্যথাকে অনেকে গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা মনে করতে পারেন।

বিশেষ করে যাদের দীর্ঘদিন ধরে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা রয়েছে বেশিরভাগ সময় তারা বুঝতে পারে না যে সেটি আসলে কীসের ব্যথা।

ডা. হিমেল সাহা বলেন, সেক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাকের ব্যথা পেটে হলে সেটি তীব্র হবে। তার সাথে প্রচণ্ড জ্বালাপোড়া থাকবে।

৪. কাশি ও শ্বাসকষ্ট

যদি হার্ট অ্যাটাকের পর হার্ট ফেইলরের দিকে যায় তাহলে তার শ্বাসকষ্ট শুরু হবে। হার্ট ফেইলর হলে বা অকেজো হয়ে পড়লে ফুসফুসে জল আসে। এর কারণে রোগীর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়।

হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসা যদি জরুরী ভিত্তিতে না নেওয়া হয়, তাহলে হার্ট আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে, ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। তখন সারা দেহে জল এসে পড়ে।

এর মধ্যে প্রথমেই জল আসে ফুসফুসে। এর ফলে কাশি ও শ্বাসকষ্ট হয়। এটি হার্ট অ্যাটাকের পর হার্ট ফেইলরের একটা উপসর্গ।

৫. অতিরিক্ত ঘাম

ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, শরীর চর্চা করার সময় বা খুব গরমে যদি ঘাম হয় তাহলে সেটা স্বাভাবিক।

কিন্তু যদি বুক ব্যথার সাথে সাথে প্রচণ্ড ঘাম হয়, তাহলে দেরি না করে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। কারণ সেটি হার্ট অ্যাটাকের একটি লক্ষণ।

ডা. হিমেল সাহা বলেন, হার্ট অ্যাটাকের সময় দেহ খুব রেস্টলেস বা অস্থির হয়ে পড়ে, বুকে ব্যথা হয়, তাই তখন অস্বাভাবিক বা প্রচণ্ড রকমের ঘাম হয়।

তার মতে, অনেক সময়ে একজন ব্যক্তির মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের একাধিক উপসর্গ থাকতে পারে। যেমন, বুকে ব্যথার সাথে সাথে ঘাম শুরু হয়, অস্থির লাগে।

৬. অজ্ঞান হয়ে যাওয়া

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংস্থা সিডিসি'র তথ্য অনুযায়ী, দুর্বল অনুভব হওয়া, মাথা ঘোরা এবং অজ্ঞান হয়ে যাওয়া হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ হতে পারে।

ডা. হিমেল সাহা বলেন, বুকের ব্যথা অনেক সময় এতটা তীব্র হতে পারে যে, এতে আক্রান্ত রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। এটাও হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ।

৭. বমি বমি ভাব ও বমি

ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশনের তথ্য বলছে, বমি বমি ভাব কিংবা বমি শুরু হলেই যে সেটি হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ তা নয়। তবে যদি বমির সাথে বুকেও তীব্র ব্যথা ও অস্বস্তি থাকে, তাহলে সেটা হার্ট অ্যাটাকের একটি উপসর্গ হতে পারে।

এছাড়া ক্লান্তিও হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিস কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন সিডিসি'র তথ্য অনুযায়ী, যদি তেমন কোনও কারণ ছাড়াই বমি শুরু হয় এবং কারণ ছাড়াই ক্লান্ত বোধ হয়, সাথে যদি বুকে ব্যথা থাকে, তার মানে এটা হার্ট অ্যাটাকের কারণে হতে পারে।

নারীদের ক্ষেত্রে এই উপসর্গগুলো বেশি দেখা দেয়।

এ ধরণের উপসর্গ দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিএসএমএমইউ এর কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হিমেল সাহা।

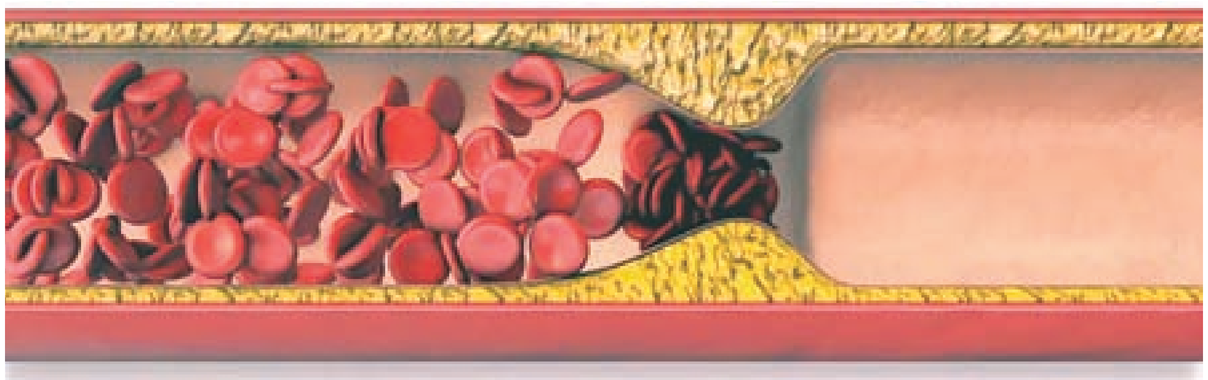

তিনি বলেন, হার্ট অ্যাটাক হয় হার্টের রক্তনালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে।

চর্বির জন্য হার্ট অ্যাটাক হয় না, সাডেনলি(হঠাৎ করে) রক্ত জমাট বেঁধে রক্তনালী বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণেই সাথে সাথে হাসপাতালে নেয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

তিনি বলেন, হাসপাতালে নেয়ার পর তার রক্ত তরল রাখার জন্য রক্ত পাতলা করে এমন ওষুধ দিতে হবে। একই সাথে যে রক্তনালী হার্টে রক্ত সরবরাহ করে সেটিকে প্রসারিত করার জন্য এক ধরণের ওষুধ দিতে হবে।

তার ভাষায় যদি এটা দেয়া যায় তাহলে তার লাইফ সেভ (জীবন বাঁচবে) হয়ে যাবে।

টুকরো খবর

এই তীব্র শীতে ক্ষেতের ফসলের ক্ষতি এড়াতে করণীয় কী?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জে সিরাজদিখান উপজেলার কৃষক মো. বিল্লাল হোসেন মোল্লা পাঁচ একর জমিতে আলু, বেগুন, সরিষা, লাল শাক, চিয়া সিডসহ শীতের বিভিন্ন সবজি চাষ করেছেন। তিনি জানান, কিছুদিন আগে বৃষ্টিতে আলুর বেশ ক্ষতি হয়েছে। এখন আবার তীব্র শীতের কারণে ফসল নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন রয়েছেন। মি. মোল্লা জানান, শীতে আলুতে আর কোনও ঝামেলা যাতে না হয় সে জন্য কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ স্প্রে করছি নিয়মিত। সারা দেশে চলা সপ্তাহব্যাপী তীব্র শীতে নাকাল জনজীবনের পাশাপাশি ফসলের ক্ষতি নিয়েও কিন্তু উদ্বিগ্ন কৃষকরা।

জানুয়ারির এ সময় বোরো ধান, আলু, ডাল, তৈলবীজ জাতীয় ফসলসহ মাঠে রয়েছে শীতকালীন বেশ কিছু ফসল। নিম্ন তাপমাত্রা ও কুয়াশাযুক্ত আবহাওয়ার কারণে এসব ফসল বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। তাই কৃষি কর্মকর্তারা তাৎক্ষণিকভাবে এসব ফসল রক্ষায় বাড়তি যত্ন ও ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। সারা দেশব্যাপী নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে মে মাস পর্যন্ত বোরো ধানের মৌসুম চলে। এ সময় বীজতলায় বীজ বপন করা হয়। ধানের বয়স ৪০ দিন বা ৪৫ দিন হলে চারা তুলে মাঠে রোপণ করা হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোসাম্মৎ সালমা পারভীন বিবিসি বাংলাকে বলেন, সপ্তাহব্যাপী তীব্র শৈত্যপ্রবাহের কারণে বীজতলায় থাকা চারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রির নিচে চলে গেলে ধানের চারাগাছ হলুদ হয়ে যেতে পারে, তখন তা খাদ্য তৈরি করতে পারবে না। চারা মরে যেতে পারে। চারা যাতে মরে না যায় সেজন্য স্বচ্ছ সাদা পলিথিন দিয়ে বাঁশের মাচার মতো তৈরি করে বীজতলা ঢেকে রাখার পরামর্শ দিচ্ছি আমরা। তা ছাড়া এই তীব্র শীতের কারণে চারাগাছ যাতে মরে না যায় তাই আরো এক সপ্তাহ পরে বীজতলা থেকে চারা তুলে রোপণ করতেও বলা হচ্ছে, জানান মিস পারভীন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. ফারুক বিন হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, রাতের তাপমাত্রা যখন ২০ ডিগ্রির নিচে চলে আসে ও কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ার জন্য আর্দ্রতা ৮০ বা ৯০ পারসেন্ট হয়ে যায় তখন শীতকালীন ফসলে বিভিন্ন রোগের আক্রমণ হয়। এ সময় মূলত আলু, ডাল ও তেল জাতীয় ফসল চাষ হয়। ঠাণ্ডা ও ভেজা আবহাওয়া এসব ফসলে রোগ বিস্তারের জন্য অনুকূল। তাই ফসল রক্ষায় বাড়তি সতর্কতা নিতে কৃষকদের পরামর্শ দেওয়া হয়, জানান মি. হোসেন। এই তীব্র শীতে আলুতে ব্যাপক হারে মড়ক রোগের আক্রমণ হয়। কুয়াশাযুক্ত আবহাওয়ায় মড়ক রোগে আক্রান্ত আলু গাছ দ্রুত লতাপাতা ও কাণ্ডসহ পচে যায়। দুইতিনদিনের মধ্যেই মাঠের সমস্ত গাছই মরে যেতে পারে। এছাড়া তাপমাত্রা আরো নেমে গেলে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় মসুর ডাল। গোড়া পচা রোগে আক্রান্ত হয়। তাই রোগের আক্রমণ এড়াতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে, নতুবা ব্যাপক ফসলহানি হওয়ার আশঙ্কা থাকে বলছেন মি. হোসেন। তার পরামর্শ, মসুর ডালে গোড়া পচা রোগ দমনে অটোস্টির৫০ ডাব্লিউ পি নামে ওষুধটি প্রতি লিটার পানিতে দশমিক দুই গ্রাম মিশিয়ে সাত থেকে দশদিন পরপর দুই তিনবার গাছের গোড়া ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি থেকে ১৮ ডিগ্রি ও আর্দ্রতা ৮০ থেকে ৯০ পারসেন্ট হলে সরিষাতে কাণ্ড পচা রোগ দেখা দেয়। এ রকম আবহাওয়ায় যদি এ রোগ দেখা দেয় তাহলে ধ্বংসাত্মক অবস্থা দেখা দেয়। কাণ্ড পচা রোগ দেখা দিলে সাথে সাথে প্রতি লিটার পানিতে রোভরাল দুই গ্রাম মিশিয়ে তিনবার ফসলে স্প্রে করার পরামর্শ দিচ্ছেন কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. ফারুক বিন হোসেন। মি. হোসেন জানান, তীব্র শীত বা শৈত্যপ্রবাহে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি রোধে খুব সাবধান থাকতে হয়। নিয়মিত হারে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিলে অনেক ক্ষতি রোধ করা যায়। বগুড়ার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক মো. মতলুবার রহমান বলেন, এ রকম আবহাওয়ায় আলুর মড়ক রোগ এড়াতে কৃষকদের প্রতি লিটার পানিতে তিন গ্রাম হারে ম্যানকোজেব ছত্রাকনাশক স্প্রে করার পরামর্শ দিচ্ছি। এছাড়া যেসব আলুর বয়স ৬০ দিনের উপরে, সেগুলোর জন্য আলাদা পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। শৈত্যপ্রবাহের কারণে বীজতলার চারা হলুদ বা ফ্যাকাসে বর্ণ ধারণের আশঙ্কা রয়েছে। তাই কৃষকদের বীজতলা রক্ষায় প্রতি শতাংশ জমিতে ২৮০ গ্রাম ইউরিয়া ও জিপসাম ৪০০ গ্রাম দিতে হবে। সম্ভব হলে রাতের বেলা পানি দিয়ে বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে। সকালে পানিটা বের করে দিতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কৃষকদের, বলেন মি. রহমান। তিনি আরও জানান, যেসব বীজতলার চারার বয়স বেশি হয়ে গেছে সেগুলোর ক্ষতি হবে না। তবে, যেগুলোতে নতুন বপন করা হচ্ছে সেগুলোতে ক্ষতি হওয়ার শঙ্কা থাকে। এছাড়া মরিচ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটোসহ শীতকালীন সবজি এখনো মাঠে রয়েছে। তবে এগুলো সেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বলে জানান তিনি। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, রোববার বাংলাদেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিলো আট দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কক্সবাজারের টেকনাফে ২৭ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাজশাহী, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, চুয়াডাঙ্গায় যে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে চলেছে তা আরো থাকবে বলে জানায় আবহাওয়া অধিদপ্তর। তবে, কিছু জায়গায় তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি পার হতে পারে। ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন পরিস্থিতি বিরাজ করবে, দিনের তাপমাত্রা বাড়বে না আরো দুইদিন। সূর্যের আলো দেখা দেবে না। ফলে সার্বিকভাবে আগামী দুই দিনে শীতের তীব্র অনুভূতি কমার কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানাচ্ছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। তারা আরও জানিয়েছে, ১৬ই জানুয়ারি থেকে রাতের তাপমাত্রা আরো বৃদ্ধি পাবে। ১৭ ই জানুয়ারি দেশের বিভিন্ন জায়গায় মেঘ দেখা যেতে পারে। ১৮ ও ১৯ শে জানুয়ারি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনার রয়েছে। রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের কিছু জায়গায় হালকা অথবা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে কুয়াশা অনেকখানি কেটে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাতের তাপমাত্রা কিছুটা নেমে গেলেও মানুষের মাঝে তীব্র শীতের যে অস্বস্তিকর অবস্থা তা থাকবে না। কারণ সকালের দিকে সূর্যের দেখা মিললে দিনের তাপমাত্রা বাড়বে।

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

নির্বাচন শেষ, এখন কি রাজনীতিতে শান্তি ফিরবে?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের বিরোধী দল বিএনপিসহ সমমনা দলগুলোর বর্জন সত্ত্বেও সংসদ নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নিয়েছে। পাশাপাশি হরতাল অবরোধের মতো কর্মসূচি থেকেও সরে এসেছে বিএনপি। কিন্তু তারপরেও নির্বাচনের আগে কয়েক মাসের সহিংস ঘটনাবলী ও পরিস্থিতির পর নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কতটা এলো সেই প্রশ্নও এখনো আলোচনায় আসছে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সহ পশ্চিমা দেশগুলো নির্বাচনটি অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি বলে মন্তব্য করেছে। তবে বিরোধী দল বিএনপি সাতই জানুয়ারির নির্বাচনের দিন পর্যন্ত হরতাল পালন করলেও নির্বাচনের পর থেকে এখন পর্যন্ত এ জাতীয় কোন কর্মসূচি ঘোষণা করেনি।

পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির উত্থান ও পতন যেভাবে

কলকাতা ঃ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া বা সিপিআইএম ক্ষমতায় এসেছিল ১৯৭৭ সালে। এটি ছিল সারা বিশ্বে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কোনো কমিউনিস্ট সরকার, যারা ক্ষমতায় ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ সময়। তারা ক্ষমতায় ছিল একটানা ২০১১ সাল পর্যন্ত।

এই দলটির উত্থান ও পতন প্রত্যক্ষ করেছেন এই দলেরই একজন নেতা মহম্মদ সেলিম। সিপিআইএম যখন ক্ষমতায় আসে সে সময় তিনি এই রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন।

মি. সেলিম বলছেন যে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় এসেছিল তার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর পরই লোকজন আনন্দে ফেটে পড়েছিল। যেন একটা বিপ্লব ঘটে গেছে।

রাজ্যের সব এলাকায় সব রাস্তায় লালবাতি জ্বালিয়ে লোকেরা উৎসব করছিল। রাতারাতি কলকাতা হয়ে গেল লাল রঙের শহর, বলেন তিনি।

পূর্ব ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টি যখন তার শাসন শুরু করে তখন মহম্মদ সেলিমের বয়স ছিল মাত্র ২০ বছর। সেসময় এই শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৭০ লাখের মতো।

যেভাবে বদলে গেল হাওয়া

তিনি সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের কথা স্মরণ করছিলেন। বলছিলেন তার কাছে যেন এটা সে দিনের ঘটনা..

হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে এলো। সারা রাত ধরে উৎসব চলল। বহু মানুষ যারা রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন নন, তারাও জানতে পারলো যে হাওয়া বদলে গেছে। নতুন কিছু এসেছে।

আমার মা'ও বললেন, প্রত্যেক পাঁচ বছর পরে পরেই তো নির্বাচন হয়, কিন্তু কী এমন ঘটেছে যে তোমরা এভাবে উৎসব করছো? রাস্তায় এতো মানুষ কেন? আমি তাকে বললাম আমরা নতুন ধরনের স্বাধীনতা পেয়েছি। বাংলায় নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা ঘটেছে, বলেন তিনি।

পশ্চিমবঙ্গে সিপিআইএম ক্ষমতায় আসার দু'বছর আগে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। এর ফলে নাগরিকদের সব ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকার স্থগিত হয়ে যায়।

এর জের ধরে কমিউনিস্ট পার্টির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। মোহাম্মদ সেলিমের মতো তরুণরা উপলব্ধি করেন যে স্বাধীনতা ও অধিকারের জন্য তাদেরকে এখনই উঠে দাঁড়াতে হবে।

তিনি বলেন, জরুরি অবস্থা জারি করা না হলে আমি ও আমার মতো লোকেরা সম্ভবত রাজনীতিতে যোগদান করতো না।

মিসেস ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেন। এর ফলে আমাদের মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হতে লাগলো। বিরোধী নেতাকর্মীদের জেলবন্দী করা হলো এবং পুরো রাজ্যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের অনুমতি ছিল না।

কেন এই জনপ্রিয়তা

উনিশশো সত্তরের দশকে বিশ্বের অনেক দেশেই সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল ‑ বিশেষ করে চীন, রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের বেশির ভাগ এলাকায়।

কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থার মূল মন্ত্র ছিল বৈষম্য দূর করে সমাজের সর্বস্তরে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা, যা দারিদ্র‑পীড়িত স্বাধীনতা‑উত্তর ভারতের বহু মানুষকে আকৃষ্ট করে।

এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছিল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। নেহরু ও গান্ধীর এই রাজনৈতিক দলটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু মহম্মদ সেলিম বলছেন কংগ্রেসর দীর্ঘ শাসনের পর লোকজন বুঝতে পারলো যে তাদের জীবনে তেমন কোনো উন্নতি হয়নি।

তিনি বলেন, এক সময়ের সমৃদ্ধ শহর কলকাতাতেও তখন মানুষের জীবন মানের অবনতি ঘটছিল। লাখ লাখ মানুষ শুধু বেঁচে থাকতেই হিমসিম খাচ্ছিল। গ্রামীণ এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীই তখন ভোটের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে।

কমিউনিস্ট পার্টি যখন বাংলায় ক্ষমতায় আসে, সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ২৮ শতাংশ। এবং ২০১১ সালে আমরা যখন ক্ষমতা ছেড়ে দেই, সেসময় এই রাজ্যে সাক্ষরতার হার প্রায় একশো শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল।

বাংলায় ৩৪ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম বৃহৎ সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে দারিদ্রসীমার নিচ থেকে উপরে টেনে তোলা হয়েছিল। আমরা লোকজনকে ধনী করিনি, কিন্তু আমরা তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করেছি, বলেন তিনি।

আমরা সেতু ও সড়ক নির্মাণ করে সমগ্র বাংলায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছি যাতে যেকোনো জায়গার ফসল বাজারে পৌঁছে যেতে পারে। এর ফলে গ্রামীণ জনগণ সম্পদশালী হতে থাকে। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে লাখ লাখ ডলার মূল্যের জমি রাতারাতি ভূমিহীন দরিদ্র শ্রমিক ও জনগণের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

জনপ্রিয়তায় ধ্বস

এই নীতির ফলে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় থাকে কয়েক দশক। কিন্তু এক সময়ে ধীরে ধীরে এর জনপ্রিয়তা কমে যেতে শুরু করে। এবং ২০১১ সালের রাজ্য ও স্থানীয় নির্বাচনে তাদের বড় ধরনের পরাজয় ঘটে।

মহম্মদ সেলিম বলেন এই ফলাফলের ব্যাপারে তিনি আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন।

আমি ছিলাম পার্টির সদর দপ্তরে। দুপুরের দিকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এই ফলাফলই প্রত্যাশিত ছিল। কারণ এই পরাজয় শুরু হয়েছিল ২০০৮ সাল থেকে।

সেসময় স্থানীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল, ২০১০ সালে হয়েছিল কলকাতা পৌরসভা নির্বাচন। এই দুটো নির্বাচনেই আমাদের পরাজয় ঘটে। ফলে ইঙ্গিতটা সেখানেই ছিল।

কিন্তু দলের এই সমস্যা সমাধানে তখন কী কিছু করা হয়েছিল?

তিনি বলেন ৩৪ বছর ধরে কোনো দল ক্ষমতায় থাকলে, ধীরে ধীরে তার জনপ্রিয়তা স্বাভাবিকভাবেই কমতে শুরু করে।

এই দীর্ঘ সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ কমতে থাকে। আমাদের পরাজয়ের পেছনে কিছু রাজনৈতিক ত্রুটিরও ভূমিকা ছিল। আমরা শিল্পায়নের পথে গিয়েছিলাম, যা অপরিহার্য ছিল।

আমরা তখন গ্রামীণ কৃষিখাতে কিছু সংস্কারকাজ হাতে নিই। কারণ শিল্প ছাড়া, আধুনিক ও বৃহৎ শিল্প ছাড়া আমরা টিকে থাকতে পারবো না, বলেন তিনি।

রাজনৈতিক পরিক্রমায় সিপিআইমের এসব ভুল কি ধরা পড়েছিল? তিনি কি সেগুলো দেখতে পেয়েছিলেন?

আপনি যখন বিশেষ কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে যাবেন, বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন ঘটাবেন, এজন্য জনগণকেও প্রস্তুত করতে হবে। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে তাদের ভালোর জন্যই এসব করা হচ্ছে। কিন্তু তখন এসবের বিরোধিতায় সবাই একত্রিত হয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, আমরা যা করতে চেয়েছিলাম, এবং আমরা যা করেছি সেগুলো ঠিক মতো প্রচার করা হয়নি। কিন্তু বিরোধীরা কমিউনিস্টদের ব্যাপারে জনগণের সামনে যেসব সমালোচনা তুলে ধরলে সেগুলো জনপ্রিয়তা পেল।

বিরোধীরা বললো যে কমিউনিস্টরা সহিংস দল, তারা চীনের এজেন্ট, তারা রাশিয়ার এজেন্ট অথবা তারা ধর্মের বিরোধী, জাতপাতের বিরোধী। ভারতের মতো একটি দেশে লোকজন এসব বিষয়ে খুব আবেগপ্রবণ। ফলে একটা বিভাজনের রাজনীতি, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সামনে চলে এলো। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা এসব যুদ্ধে হেরে গেছি, বলেন মহম্মদ সেলিম।

তিনি বলেন, কংগ্রেস এবং বিজেপি ‑ এই দুটো দলই এসব ইস্যু ব্যবহার করলো। ফলে লোকজন জমি, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এসব বিষয়ের পরিবর্তে মন্দির ও মসজিদ নিয়ে কথা বলতে শুরু করলো। রাজনীতির পুরো বিষয়টিই তখন বদলে গেল।

সিপিআইএমের নেতা জ্যোতি বসু ১৯৭৭ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির ভবিষ্যৎ

কিন্তু এসবের মধ্য দিয়ে বিশ্বে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ও সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টি কি কোনো শিক্ষা নিয়েছে? আগামীতে তারা কি কখনও ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারবে?

মহম্মদ সেলিমের উত্তর আমাদের নেতা ও সমর্থকদের একটি বিশাল অংশ এই পরাজয় বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সরকার যখন বেকারত্ব সমস্যার সমাধান করতে চাইল, লোকজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হলো, শিল্পায়ন ঘটাতে চেষ্টা করলো, তখনই এই সরকার পরাজিত হলো। কিন্তু যারা শিল্পায়নের বিরোধিতা করলো, যারা কলকারখানা ধ্বংস করে দিল, তারাই নির্বাচিত হলো।

তাহলে পশ্চিমবঙ্গে এখন কাস্তে‑হাতুড়ি‑তারার (সিপিআইএমের নির্বাচনী প্রতীক) ভবিষ্যৎ কী?

মি. সেলিম বলেন, হাতুড়ি ও কাস্তে লোহা দিয়ে তৈরি। এবং এই দুটো কর্মজীবী মানুষের হাতিয়ার। ফলে যতদিন কৃষকরা থাকবেন ততদিন তাদের এই কাস্তের প্রয়োজন। যতদিন শ্রমিকরা থাকবেন ততদিন তাদের হাতুড়ির দরকার।

মানুষ যতোই দুঃখ দুর্দশার শিকার হবে হোক সেটা শিক্ষায়, বেকারত্ব, অথবা স্বাস্থ্য খাতে, হোক উন্নয়নের অভাব, জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি বিশেষ করে খাদ্য ও জ্বালানির, তখন তাদের মৌলিক অধিকারের কথা মনে পড়বে, বলেন তিনি।

পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার নেতা মহম্মদ সেলিম বিবিসিকে বলছিলেন যে তারা তাদের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছেন।

আমরা ক্রমশই আন্দোলন গড়ে তুলছি, তরুণদের বিশাল একটি দল হাতে লাল পতাকা এবং কাঁধে কাস্তে ও হাতুড়ির প্রতীক নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে, বলেন তিনি।

চীনের অপছন্দের ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট বানালো তাইওয়ান, এরপর কী হবে?

তাইওয়ান ঃ চীন তাইওয়ানকে নিজের ভূখণ্ডের অংশ মনে করে এবং তাইওয়ান বিষয়ে চীনের এ দাবি নতুন কিছু নয়। বরং শি জিনপিং এই একত্রীকরণের বিষয়টিকে একটি লক্ষ্যে পরিণত করেছেন। যদিও এই হুমকি বিগত বছরগুলোতে খুব একটা কাজে আসেনি। বরং ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটিক প্রগেসিভ পার্টি বা ডিপিপি'কে ভোট না দিতে চীনের বারবারের হুমকি সত্ত্বেও শনিবার উষ্ণ ও রৌদ্রজ্বল আবহাওয়ায় তাইওয়ানের লাখ লাখ মানুষ ভোটকেন্দ্রে গিয়েছেন। তারা চিকিৎসক থেকে রাজনীতিকে পরিণত হওয়া ৬৪ বছর বয়সী সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম লাই চিংতে কে বেছে নিয়েছেন তাইওয়ানকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য।

ডিপিপির জন্য এটা টানা তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসা, যে দলটিকে চীন তাইওয়ানের স্বাধীনতার পক্ষের বলে মনে করে।

এখন মি. লাই কীভাবে বেইজিংকে ম্যানেজ করেন কিংবা বেইজিং বিষয়টি কীভাবে নেয় মূলত এটিই তার শাসন বা প্রেসিডেন্সিকে নির্ধারণ করবে।

সাই ৩.০ নাকি একটি নতুন শুরু

মিস্টার লাই অঙ্গীকার করেছেন যে তার মেয়াদ হবে পূর্বসূরি সাই ইং‑ওয়েনের আট বছরের শাসনের ধারাবাহিকতা। এমনকি তিনি শনিবার যে ভাষণ দিয়েছেন তিনি সেখানে বেশ সতর্ক হয়েই কথাবার্তা বলেছেন এবং সংলাপ ও সহযোগিতার ডাক দিয়েছেন। নির্বাচনী প্রচারে পূর্বসূরি সাই ইং‑ওয়েনের কথাই তিনি পুনর্ব্যক্ত করেছেন 'স্বাধীনতা ঘোষণার প্রয়োজন নেই কারণ তাইওয়ান এখন একটি স্বাধীন সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র এর নাম চীন প্রজাতন্ত্র‑তাইওয়ান'। যদিও মি. লাই অনেক বেশি সতর্ক প্রেসিডেন্ট সাইয়ের চেয়ে, তাকে বেশী স্পষ্টভাষী বলেই বিবেচনা করা হয়।

তিনি ডিপিপির কমিটিতে উঠে এসেছিলো 'নিউ ওয়েভ' অংশের সদস্য হিসেবে যারা তাইওয়ানের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষে।

মি. লাই ও তার রানিং মেট সিয়াও বি‑খিম দুজনই বেইজিংয়ের কাছে খুবই অপছন্দের ও অবিশ্বস্ত। তাদের দুজনের মূল চীনা ভূখণ্ড ও হংকং ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে চীন।

মিজ সিয়াও এর বাবা তাইওয়ানিজ কিংবা মা আমেরিকান। তিনি নিজেও সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে তাইওয়ানের প্রতিনিধি ছিলেন।

এসব কারণে চীন নতুন প্রেসিডেন্টের সাথে সংলাপে যাবে এটা খুবই অনিশ্চিত। উভয় পক্ষের মধ্যে ২০১৬ সাল থেকে আনুষ্ঠানিক কোন যোগাযোগও নেই। তাইওয়ান মূল চীনের অংশ এটা মানতে মিজ সাই অস্বীকৃতি জানানোর কারণে চীন ক্ষুব্ধ হয়ে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়।

শনিবারের ভোটের রায়ের আরেকটি মানে হলো তাইওয়ানকে ঘিরে উত্তেজনা অব্যাহত থাকা এবং প্রতিদিনই চীনা জাহাজ এবং সামরিক বিমানের অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটতে থাকা।

চীন সামরিক শক্তি প্রদর্শন করে তার অসন্তুষ্টির বার্তা দিতে পারে, যেমনটি তারা করেছিলো ২০২২ সালে তখনকার যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির তাইপে সফরের সময়। তাইপে তখন চীনের বিরুদ্ধে দ্বীপরাষ্ট্রটিকে অবরুদ্ধ করার অভিযোগ এনেছিলো।

চীন অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপও বাড়াতে পারে। তাইওয়ানের বিভিন্ন কোম্পানি, পণ্য ও ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞাও দিতে পারে।

চীনা সামরিক বাহিনীকে মোকাবেলার জন্য মি. লাইয়ের কৌশল হতে মিস সাই যা করে গেছেন তাকে অনুসরণ করা।

তিনি তাইওয়ানের সামরিক বাহিনীর জন্য আরও ব্যয়, সাবমেরিন তৈরির কর্মসূচি চালু রাখা এবং যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মিস সাই বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কিছু বিষয় উদ্বেগের হতে পারে যে মি. লাইয়ের শাসনকাল তার স্বাধীনতাকামী রাজনীতির অভিজ্ঞতার কারণে কোন উস্কানির তৈরি করে কিনা।

যদিও তার রানিং মেট মিস সিয়াও বাইডেন প্রশাসনের কাছে আশ্বাসমূলক। হয়তো তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিবেন যে মি. লাই বেইজিংকে কোন উস্কানি দেবেন না বলে বিশ্বাস করা যায়। মি. লাই যতই সতর্কতার সাথেই খেলুন না কেন বেইজিং তার জয়ের মধ্যে যে বার্তা পেয়েছে সেটি উপেক্ষা করতে পারে না।

নির্বাচনটি বলছে প্রতিযোগিতাটি ছিলো খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কিন্তু ডিপিপি জিতেছে বড় ব্যবধানে।

তারা চীনকে বলেছে যে আমরা আর তোমার কথা শুনবো না। আমাদের ভবিষ্যৎ আমরাই ঠিক করবো। সুতরাং আমাদের নির্বাচনের সময় শি জিনপিংকে চুপ থাকা শেখা প্রয়োজন,, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর ডিপিপির একজন সমর্থক বিবিসিকে বলছিলেন।

হউ ইউই এবং প্রধান বিরোধী দল কেএমটি তাদের প্রচারে যে ভয়টি তুলে ধরেছে তাহলো চীন তাইওয়ানে আক্রমণ করতে পারে।

কেএমটির জয় হলে সেটি সম্ভবত তাইওয়ানে সামরিক হস্তক্ষেপের বিষয়টিকে সরিয়ে দিতো বরং বেইজিং তখন মি. হউ এর সাথে সংলাপ হতো।

মি. শি তাইওয়ানে কেএমটির সবশেষ প্রেসিডেন্ট মা ইং জেও এর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন ২০১৫ সালে। ১৯৪৯ সালে চীনের গৃহযুদ্ধের পর এটাই ছিলো চীন ও তাইওয়ানের নেতাদের মধ্যে প্রথম সাক্ষাত।

যারা কেএমটির বিরোধিতা করে তাদের অভিযোগ হলো দলটি চীনের কাছে আত্মসমর্পণকারীর মতো আচরণ করে এবং প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় আটকে দেয়া ও সামরিক সেবা কমিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তাইওয়ানের প্রতিরক্ষাকে গুরুত্ব দেয় না।

এই ভয়ও আছে কেএমটি সরকার তাইওয়ানকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের মতো সহযোগী দেশগুলো প্রশ্ন তুলতে পারে যে তাইওয়ান যেখানে নিজেই তার প্রতিরক্ষাকে গুরুত্ব দেয় না সেখানে তারা কেন এগিয়ে আসবে। তাইওয়ান এখন জিডিপির আড়াই শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করে। যা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো ওই অঞ্চলের অন্য দেশগুলো বা যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেক কম। এসব কারণে ভোটারদের পছন্দ করার সুযোগ ছিলো অনেকটাই পরিষ্কার। তার বেইজিংয়ের দিক থেকে আসা সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সচেতন এবং তারা চায় সংলাপ। কেএমটি অবশ্য তাইওয়ানের তরুণ ভোটারদের কাছে কোন আবেদন নিবেদনই করেনি, যারা নিজেদের চীনা না ভেবে তাইওয়ানিজ ভাবতে পছন্দ করে। গত কয়েক মাসে তাইওয়ানের অনেক বড় ক্ষতি হয়েছে। এর নির্বাচনটি ছিলো ব্যাপক আলোচনার বিষয় এবং এর গণতন্ত্র অল্প দিনের।